হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 5, Issue No. 4, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, February 2016

"হিন্দু ধর্ম থেকে একটা লোক অন্য সমাজে চলে গেলে কি হয় দেখতে পাস না! হিন্দু সমাজের শত্রু তৈরী হয়, তোদের সমাজকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এইসব দেখেই আমি তোদের এ্যাগ্রেসিভ হিন্দু হতে বলে এলাম। যে সব আগ্রাসী চিন্তাধারা পৃথিবীতে এসে গেছে তাতে নিরীহ এবং শুধুমাত্র আত্মরক্ষাপরায়ণ হলে তাদের সামনে টিকতে পারবি না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

দুদিন নিখোঁজের পর খাদানে মিলল দেহ

ধর্ষণ করে ছাত্রী খুন জামুড়িয়ায়

দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। টুইঙ্কল কুমারী সাহু (১৫) নামে দশম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন করে রাজা ওরফে মহম্মদ আফতাব আলম নামে এক স্থানীয় যুবক। গত ২৬ শে জানুয়ারী ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল জেলার জামুড়িয়া অঞ্চলে।

সূত্রে প্রকাশ, টুইঙ্কল ও রাজা দু'জনেই জামুড়িয়া ৬ নম্বর অঞ্চলের বাসিন্দা। সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিল টুইঙ্কল। তার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ পুলিশে জানালে প্রথমে সেই অভিযোগ নিতেই চায়নি পুলিশ। মঙ্গলবার টুইঙ্কলের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের পর স্থানীয় মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, পুলিশ যদি টুইঙ্কলের পরিবারের অভিযোগ মতো ঠিক সময়ে পদক্ষেপ নিত তাহলে মেয়েটিকে হয়তো মারতে হত না। তাদের ধারণা টুইঙ্কল রাজা আনসারিকে চিনতে পেরে যায়। তাই ধর্ষণের পর তাকে খুন করে রাজা।

স্থানীয় সূত্র থেকে জানা যায়, দুদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর দশম শ্রেণির ছাত্রী টুইঙ্কেলের ক্ষতবিক্ষত দেহ খাদান থেকে উদ্ধার হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। জামুড়িয়া বাইপাস গোড়ালপাড়ার বাসিন্দা ওই ছাত্রীকে গত রবিবার দুপুরে একটি মেয়ে ডেকে নিয়ে যায়। পরিবারের দাবি, বোরখা পরা যে মেয়েটি জাকতে এসেছিল তার নাম সাবা। তার সঙ্গে বেরোবার পর টুইঙ্কল আর বাড়ি ফেরেনি। সাবাই টুইঙ্কলকে রাজার কাছে নিয়ে যায়। টুইঙ্কলের বাবা জানান, রাজা প্রায় উত্যক্ত করতো মেয়েকে। তাদের সন্দেহ হয় রাজা আনসারিকে। মেয়ে নিখোঁজের পর জামুড়িয়া থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে বলে টুইঙ্কলের পরিবারের লোকেরা জানান। এরপর মঙ্গলবার ১২টা নাগাদ খাদান থেকে ছাত্রীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। ছাত্রীটির মাথা থেঁতলানো ছিল। দেহের একাধিক জায়গায় অ্যাসিড দিয়ে পোড়ানোর দাগ ছিল।

জামুড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে উত্তেজিত জনতা তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকাবাসীরা জামুড়িয়া বাইপাস ও বাজার এলাকা অবরোধ করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামানো হয়। অবরোধ তুলতে গেলে জনতা পুলিশ খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। অবরোধ হাটাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। এতে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জনৈক এক ব্যক্তির কথায়, পুলিশের অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে কোন তৎপরতা নেই, অথচ সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখালে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে যায়। পুলিশ অপরাধীদের আড়ালের চেষ্টা করছে এবং স্থানীয়দের প্রতিবাদকে কমিউনাল বলে চালানোর চেষ্টা করছে।

হিন্দু দেবস্থানে ভাঙচুর পুলিশের

পথ দুর্ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল হুগলীর চন্ডীপুর

পথ দুর্ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল হুগলী জেলার চন্ডীপুর। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধে সংঘর্ষের খবরও এলাকা থেকে পাওয়া গিয়েছে। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ একটি স্থানীয় শিব মন্দিরে ভাঙচুর করেছে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছে। হুগলীর চন্ডীতলা থানার কাঁপা সাড়িয়া জিপির আহ্লাদির মোড়ে বৃস্পতিবার (২৮ শে জানুয়ারী) সন্ধ্যায় এই অপ্রীতিকর ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃষা গ্রাম থেকে আহ্লাদির মোড়ের কাছে সাইকেলে চড়ে আসছিলেন উত্তম মাজি। সেই সময় শেখ সাফিক নামে এক ব্যক্তি তার চারচাকা গাড়ি নিয়ে ওই সাইকেল আরোহীকে ধক্কা মারে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হন উত্তমবাবু। এই সময় আহ্লাদির মোড়ে থাকা লোকজন শেখ সফিকের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। একই সঙ্গে আহত উত্তমবাবুকে স্থানীয়রা শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি করে। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পাশের এলাকার বড়তাজপুর থেকে শেখ হাসান ও শেখ সোহরাব্ ঘটনাস্থলে এসে শেখ সফিককে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। বিক্ষোভরত হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে তারা অকথ্য নোংরা ভাষায় হিন্দুদের গালাগাল করতে থাকে ও হুমকি দিতে থাকে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় হিন্দুরা শেখ হাসান ও শেখ সোহরাবকে ব্যাপক মারধোর করে। মার খেয়ে দুইজন তাদের বাইক ফেলে এলাকা ছেড়ে পালায়।

খবর পেয়ে শ্রীরামপুর বড়াবিট হাউজ থেকে এবং চন্ডীতলা থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কোন আলোচনা ছাড়াই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে থাকে। এরপর পুলিশ পাশের গ্রাম বাঘের মোড়ে যায়। সেখানে সাধারণ মানুষের বাড়ি ঢুকে নির্বিচারে লাঠি চালায় বলে অভিযোগ। পুলিশের এই আক্রমণ থেকে বাড়ির মহিলারাও রেহাই পায়নি। এই সময় উন্মত্ত পুলিশকর্মীরা একটি বাড়ির শিব মন্দিরে ভাঙচুর চালায় বলে জানা গেছে।

বাঘের মোড়ে গ্রামের এক বাসিন্দা পেশায় রেলকর্মী সুকুমার সাঁতরা বলেন, 'বিয়েবাড়ি থেকে ফিরে বাড়ির সামানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পুলিশ এসে মারতে শুরু করলো। এমনকি আমার স্ত্রী মীনাক্ষী ও মেয়ে সুমনাকে মারধোর করতে লাগলো।' রেখা জানার অভিযোগ তাকেও পুলিশ মারধোর করেছে। তাদের বাড়ির বাইকগুলো পুলিশ ভেঙে দিয়ে গেছে। ওই একই অভিযোগ অর্জুন গুছাইত ও রাজেশ বাগের। কিন্তু একই সময়ে বড়তাজপুরের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় আস্ফালন করতে থাকে। এমন কি ঐ অঞ্চল দিয়ে কোন হিন্দু গেলে তাকে মারধোরও করা হয়। কিন্তু পুলিশ এ ব্যাপারে আশ্চর্য রকম নীরব থাকে। বড়তাজপুর এলাকায় গিয়ে হিন্দুদের নিরাপত্তা না দিয়ে পুলিশ তখন বাঘের মোড় গ্রামের মানুষদের পেটানোতে ব্যস্ত ছিল বলে অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ সামন্তের অভিযোগ, আহ্লাদির মোড় অত্যন্ত দুর্ঘনাপ্রবণ এলাকা। তবু বড়তাজপুর অঞ্চলের লোকেরা মানুষের জীবনের তোয়াক্কা না করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাড়ি চালায়। পুলিশ প্রশাসনকে বারবার বলেও কোন লাভ হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একব্যক্তি জানান, 'পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত নক্যার লোকজনক। হিন্দুদের উপর পুলিশ যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে মনে হয় তারা কোন নির্দেশ পালন করতে এসেছিল।' পুলিশই যদি এইরকম একপেশে কাজ করে, তাহলে সাধারণ মানুষ আর কার কাছে নালিশ জানাবে।

রাজবংশী কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন, গ্রেপ্তার রফিকুল মিঞা

২০ জানুয়ারী, বুধবার কোচবিহারের সিতাইয়ে এক ধর্ষিতা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হল বাড়ি সংলগ্ন কলাবাগানে। মৃতদেহের মুখে গোঁজা ছিল কাপড় ও খড়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে কিশোরীর দেহ আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত। ঐদিন রাতে জেলার পুলিশ সুপার সুনীল যাদব জানান, ওই ঘটনায় এক নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে তার নাম জানাতে অস্বীকার করেন। সিতাই ব্লকের ভোলাচাতারা গ্রামের বাসিন্দা মৃতা ছাত্রী ঝর্ণা বর্মন (পিতা- মৃত দীপ্তেন বর্মন)। স্থানীয় সিতাই হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। গ্রেপ্তার হওয়া নাবালক অপরাধীর নাম রফিকুল মিঞা (পিতা- দিলদার)। এ ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী, "ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জড়িত সকলকে খুঁজে বের করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।" অন্যদিকে গত ২২ শে জানুয়ারী, ঘটনার প্রতিবাদে সিতাই হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা একটি মৌন মিছিল বের করেন।

আহত সাত পুলিশ ও চার গ্রামবাসী

ধর্মীয় জলসা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারে

মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জলসা চলছিল। রাত ১২টার পরেও প্রচন্ড জোরে মাইক বাজলে কিছু গ্রামবাসী পুলিশে অভিযোগ জানায়। পুলিশ এসে মাইক বন্ধ করতে গেলে ক্ষিপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা তাদেরকে আক্রমণ করে। জনতার হাতে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর আহত হয়েছে অন্তত সাতজন পুলিশ কর্মী। আত্মরক্ষায় পুলিশ গুলি চালালে চারজন গ্রামবাসী জখম হয়। ঘটনাটি গত ১৭-ই জানুয়ারী কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানার দেওচড়াই এলাকায় ঘটেছে। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের গুলি চালনার ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকার তুফানগঞ্জ থানার ওসি মহিম অধিকারীকে 'ক্লোজ' করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানান, শনিবার রাতে দেওচড়াই-এ স্থানীয় মসজিদের সামনের মাঠে ইসলামিক ধর্মীয় জলসা চলছিল। সেই জলসায় মাঝরাত হয়ে গেলেও তারস্বরে মাইক বাজানো হচ্ছিল। মাইকের শব্দে অতিষ্ঠ গ্রামের অন্যান্য মানুষের অভিযোগ

শেষাংশ ৩ পাতায়

আমাদের কথা

একই দলিত ঃ দ্বিচারী আচরণ সুশীল সমাজের

এখলাঘির মৃত্যুকে নিয়ে উত্তাল হতে দেখা গিয়েছিল বুদ্ধিজীবী সহ সমস্ত সুশীল সমাজকে। মিডিয়াগুলোতে উঠেছিল তুমুল ঝড়। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক, শিল্পীদের মধ্যে পুরস্কার ফেরাবার (পুরস্কারের সঙ্গে তারা প্রাপ্য অর্থ ফিরিয়েছে কি?) হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। অসহিষ্ণুতার দোহাই তুলে শিল্পী সাহিত্যিক অভিনেতারা গেল গেল রব তুলে দিল। এমন একটা হিট চিত্রনাট্য কি বিফলে যেতে দেওয়া যায়। কিন্তু সময়ের সাথে এই বিশিষ্টজনের তর্জন গর্জন বেশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আর তখনই আর এক নতুন চিত্রনাট্য। এটাও বেশ বাজার গরম করা। হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত ছাত্র রোহিত ভেমূলার আত্মহত্যা। খবরটা যেন প্রাণ নিয়ে এল বুদ্ধিজীবী মহলে। আবার সাজ সাজ রব। পুরস্কার ফেরানো থেকে টিভিতে মুখ দেখানোর প্রতিযোগিতা। এ মানা যায় না, মানবাত্মা পদদলিত, আজও দলিতরা এদেশে মানুষের মর্যাদা পায় না, গতন্ত্র বিপন্ন-আরও কত কি কচ্ কচানি। মিডিয়াও পিছিয়ে থাকবে কেন? প্রতিদিনের খবরের কাগজে বড় বড় হেডিং ছবি সহ খবর। বিশিষ্ট জনের বক্তব্য, ভারতে জাত-পাত নিয়ে পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ থেকে বাজার সরগরম করা সব খবর। এ যাত্রাপালা ও যে বাজার বেশ কিছুদিন চাঙ্গা করে রাখবে তাতে সন্দেহ কি? রোহিত আবার বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সদস্য। (এই রোহিত ভেমূলা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিল, ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল। তার বেশিভাগ কর্মকান্ডই ছিল দেশদ্রোহী মূলক)। তাই সারা দেশের বামপন্থী সংগঠন ও নেতারা জাতপাতের কথা তুলে মোদী সরকারের মুন্ডপাত করতে লাগলো। সামনেই কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন। রোহিত ভামূলার ঘটনাকে এন্‌ক্যাশ করতে নেবে পড়ল তারা। শুধু বামপন্থীরাই কেন, কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধী, দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী কেজরীবাল সকলেই তো ঝাঁপিয়ে পড়েছে রোহিতের ঘটনাকে নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে। উদ্দেশ্যটা সকলেই জানা, দলিত সম্প্রদায়ের ভোটকে নিজেদের পক্ষে টানা। কিন্তু রোহিত ভামূলার ঘটনাকে আর কতদিন টানতে পারবেন এঁরা? আরও একটা বাজার গরম চিত্রনাট্যের আশায় তাঁরা অবশ্যই আছেন। কিন্তু কই?রোহিতের পর তেমন মশলাদার খবর তো নেই। হতাশা গ্রাস করছে নাকি আপনাদের? আমার কাছে কিন্তু আছে। একটা নয়, দুটো। আপনাদের সামনে তা তুলেই ধরছি।

গত ১৩ই জানুয়ারী মহারাষ্ট্রের পুনেতে শাওন ধর্মরাঠোর নামে এক দলিত কিশোরকে মারধোর করে গায়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারলো তিন ব্যক্তি। শাওন নাকি চুরি করেছিল। কিন্তু ফুটপাতবাসী শাওনের কাছ থেকে চুরির কোন মাল পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে একজনকে পুড়িয়ে মারা নৃশংসতম বলেই মনে হয়। যদিও পুনে পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করেছে। অপর ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের বরেলীর আনন্দপুরা গ্রামের। দলিত সম্প্রদায়ের একটি তেরো চোদ্দ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। শুধু ধর্ষণ বা খুন করা নয়, ধর্ষণের আনন্দকে উপভোগ করতে মেয়েটির যৌনাঙ্গে আখ ঢুকিয়ে দেয়। কি বলা চলে এই ঘটনাকে নির্মম, নৃশংস, পৈশাচিক। নাকি এই নরপিশাচদের আচরণ ভাষার অব্যক্ত। তবে একটা কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই, এই দুটো ঘটনার অপরাধীরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

কি হল! খবরগুলো শুনতে শুনতে উজ্জল হয়ে ওঠা আপনাদের মুখগুলো চুপসে গেল কেন। নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন কেন আপনারা। এতভালো দুটো চিত্রনাট্য আপনাদের হাতে তুলে দিলাম, অথচ আপনারা পান্তাভাতের মতো ঠান্ডা মেরে গেলেন কেন? ওহ, বুঝতে পেরেছি। অপরাধীদের পরিচয় জানতে পেরে। আপনারা তো আবার সংখ্যালঘু বিরোধী কিছু বলতে বা লিখতে পারনে না। আপনাদের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটা কালিমালিপ্ত হবে বলে ওই ব্যাপারটা ডিকস্‌নারি থেকে কবেই ক্লোজড্ করে দিয়েছেন। হায় রে, ভারতবিরোধী দ্বিচারী ধর্মনিরপেক্ষদের দল, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য দেশকেও আপনারা বিদেশী দালালের কাছে বিক্রি করতে পারেন। তাই রোহিত ভেমূলার জন্য আপনারা চেঁচিয়ে ফাটাফাটি করলেন, অথচ দলিত শাওন কিংবা আনন্দপুরা গ্রামের মেয়েটির ব্যাপারে আপনারা চুপ। কেন? এরাও তো দলিত। কিন্তু এবার মুখ খুললে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক নষ্ট হতে পারে বলে। তাহলে দলিত নিয়ে আপনাদের আন্দোলন? সবটাই ভন্ডামি। ভারতবাসীকে আপনারা এইভাবে ধোঁকা দিয়ে চলেছেন। অথচ আপনারাই সুশীল সমাজ, আপনারাই বুদ্ধিজীবী, আপনারাই জনগণকে সচেতনকারী মিডিয়া, আপনারাই পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতের কৃতি সন্তান। কিন্তু মুখোশের আড়ালে এতবড়ো মুখপোড়া আপনারা, তা সাধারণ ভারতবাসী ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে।

ব্যক্তিগতভাবে কতগুলো প্রশ্ন আপনাদের কাছে আছে। জানি এর উত্তর কোন দিনও পাওয়া যাবে না, তবু প্রশ্নগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাক এটাই আমার উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ রোহিত ভেমূলার মৃত্যুতে বামপন্থীরা আন্দোলন করলো সে দলিত বলে, তবে এবার তারা চুপ কেন? রোহিতের নামের সাথে জাতের পরিচয় জুড়ে দিয়ে মিডিয়া সারাদিন ধরে গলা ফাটালো। পত্র-পত্রিকায় লেখা হল, সেই মিডিয়াই এবার চুপ কেন? তৃতীয়তঃ রোহিতের আত্মহত্যায় রাহুল গান্ধী দৌড় লাগাল হায়দ্রাবাদে, কেজরিবাল প্রতিবাদের ঝড় তুললেন, তবে আজ কেন পুনে বা উত্তর প্রদেশে তারা ছুটে গেলেন না। চতুর্থতঃ পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া কবি-সাহিত্যিক শিল্পী এবার কেন অসহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে পুরস্কার ফেরাচ্ছেন না? বুদ্ধিজীবীরা তারাই বা কেন নিশ্চুপ? পঞ্চমতঃ এখলাখের মৃত্যুতে আতঙ্কিত বিশিষ্ট অভিনেতা আমিরখান স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন। এবার কি তিনি নিরাপদ অনুভব করছেন?

আসলে পুনের অগ্নিদগ্ধ ছেলেটি দলিত বা উত্তর প্রদেশের মেয়েটি নাবালিকা ও দলিত হোক না কেন, বামপন্থী, কংগ্রেস, বুদ্ধিজীবী, সেকুলার মিডিয়া আজ সব চুপই থাকবে, কারণ এক্ষেত্রে অপরাধীরা সবাই যে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাই আপনারা দলিত প্রেমের ঝুলিটা এবার আর বের করতে পারবেন না। নিলর্জ্জ, স্বার্থপর, ভন্ডের মতো আপনাদের এই আচরণ কিন্তু আজ সাধারণ বুঝতে শিখেছে। তাই আজ সোস্যাল মিডিয়ার ব্যক্তিগত প্রোফাইলে আপনাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। তাদের রোষ, ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। মহাদেবের তৃতীয় নয়নের আগুনে যেমনভাবে মদনদেব ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের রোষানলে আপনারাও একদিন ছারখার হয়ে যাবেন। এটা ভবিষ্যতবাণী নয়, এটাই ভবিতব্য।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক যুদ্ধই হল ধর্ম

দেবতনু ভট্টাচার্য্য

একটা বিশাল প্রাণীকে কাবু করে ফেলার পরেও অজগর কিন্তু একবারে সেটাকে গিলে খেতে পারে না। ক্ষমতা এবং ক্ষুধা অনুযায়ী একটু একটু করে গিলতে থাকে। খাওয়া কতদিনে শেষ হবে তা নির্ভর করে শিকারের সাইজের উপরে এবং শিকারীর হজম ক্ষমতার উপরে। শিকারের ছটফটানি দেখে কেউ বলে যে এখনও ধড়ে প্রাণ আছে, এখনও লড়াই করছে, আত্মসমর্পণ করে নি, সুতরাং যুদ্ধ শেষ হয়নি। তাহলে সে টেকনিক্যালি একশো শতাংশ সত্যি কথা বললেও সেই কথা কারো মনে এই আশা জাগাবে না যে, শেষ পর্যন্ত সেই শিকার অজগরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

মুসলিম আগ্রাসনের শিকার আমাদের হিন্দু সমাজের অবস্থা আজও সেই অজগরের গ্রাসে আবদ্ধ অসহায় প্রাণীর মত। সুদীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজকে যদি আমরা হিসাবে বসি, তাহলে দেখবো আমাদের মাটি গেছে, দেশ ছোট হয়েছে। আমাদের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়ে সমাজ ছেড়ে চলে গেছে, সমাজ ছোট হয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও হিন্দুর ধর্মীয় স্বাধীনতা লুণ্ঠিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আজও বাংলার গ্রামেগঞ্জে জমি দখল চলছে অবাধে। হিন্দু মেয়েদের ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে লাভজেহাদের মাধ্যমে। হিন্দু সংখ্যালঘু এলাকাগুলিতে হিন্দুর ধর্মাচরণ সংখ্যালঘুদের অনুমতিসাপেক্ষ। ভারতের ইসলামীকরণ চলছে নিজের গতিতে। আফগানিস্তান গেছে, পাকিস্তান গেছে, গেছে সোনার বাংলা। ভূস্বর্গ কাশ্মীর থেকেও নেই। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম যাওয়ার পথে। সম্পূর্ণ ভারতের ইসলামীকরণ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আজকে ভারতে যে মুসলমানদের দেখতে পাচ্ছি, তাদের সিংহভাগই তো হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। সুদীর্ঘ মুসলিম শাসনে যারা ভয়ে অথবা স্বার্থের লোভে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, তাদেরই বংশধর। আর ভারতের হিন্দুদের বর্তমান প্রজন্ম হল সেই সব বীর এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের উত্তরসূরী, যাঁরা সেই সময় শাসক মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করছেন কিন্তু ধর্মত্যাগ করেন নি। কিন্তু আজকে আমরাই মুসলিম আগ্রাসনের সামনে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছি। তাদের অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে সাহস করছি না। বরং কোন সাহসী হিন্দু রুখে দাঁড়ালে, তাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তাকেই উল্টে দোষারোপ করছি। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দুরা নরকযন্ত্রণা ভোগ করেও অত্যাচারী মুসলমানদের সাথে আপোষ করে থাকাটাকেই নিরাপদ বলে মনে করে। হিন্দু প্রতিরোধের কথা, হিন্দুর এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থরক্ষার কথা বলতে গেল বলে, ''আপনারা এখানে আসা যাওয়া না করলেই আমরা ভালো থাকবো।'' আর যেখানে মুসলিম সমস্যা এখনও প্রকট হয়ে ওঠে নি, সেখানকার হিন্দুরা উদাসীন।

এই ক্লীবতা, কাপুরুষতা, জড়তা, সংবেদনহীনতাকে সম্বল করে শুধু প্রাচীন গৌরবগাথা গেয়ে কোন জাতিটিকে থাকতে পারে না। হিন্দুকে যদি অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়, তবে এই জড়তাকে ঝেড়ে ফেলে মাথা উচু করে দাঁড়াতে হবে। চাই একটা মরিয়া প্রয়াস। যেখানেই একজন হিন্দুর উপরে অত্যাচার হবে, প্রতিবাদে রাস্তায় নামতে হবে। প্রতিকার করতে হবে তৎক্ষণাৎ। সাপ ফণা তোলার সাথে সাথে থেঁতলে দিতে হবে সেই ফণা। তবেই হিন্দু বাঁচবে, দেশ বাঁচবে। মনে রাখতে হবে অন্যায়ের সাথে আপোষ করে শান্তিলাভ করা যায় না। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যায়ের বিনাশ হলে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আঠারো অধ্যায় ধরে অর্জুনকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। অধর্মের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের বিনাশ হলে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আঠারো ধরে অর্জুনকে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেল। অধর্মের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াইয়ের বার্তাই হল গীতাসার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক যুদ্ধই হল ধর্ম। বাঁচার অন্য কোন পথ নাই। তাই আজ আবার ফিরে আসুক ঃ-

''সে এক দিন, লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে,
না রাখে কাহার ঋণ
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীনা।''

কায়রোর এক অধ্যাপিকা জানালেন ঃ আল্লা অমুসলিম মেয়েদের ধর্ষণের অনুমতি দিয়েছিলেন

যাঁরা ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্বাসী নন, যাঁরা আল্লার নির্দেশিত পথে চলে না, সেই সমস্ত বিধর্মী সম্প্রদায়ের মহিলাদের ধর্ষণের অনুমতি দিয়েছিলেন আল্লা তাঁর সেবকদের। মিশরের কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা অধ্যাপক তাঁর বক্তব্যে এমনই দাবি করলেন। সুবাদ সালেহ মানে ওই মহিলা অধ্যাপিকা বলেন, ইসলাম ধর্মেই আছে বিধর্মী মহিলাদের ধর্ষণের বিধান। বিধর্মীদের হেয় করবার জন্যই আল্লা এমন বিধান দিয়েছেন বলে দাবি করেন সালেহ।

ইজরাইলের নাম করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই অধ্যাপিকা বলেছেন, ধর্মযুদ্ধের সময় বন্দী মহিলাদের যৌনদাসী করে রাখা আইনসিদ্ধ। তাঁর মতে, ধর্মযুদ্ধের সময় বিধর্মী মহিলাদের যৌন নিপীড়ন করার জন্য আল্লা মুসলমান পুরুষদের অনুমতি দিয়েছেন। সম্প্রতি যৌনদাসীদের ধর্ষণের নিয়মকানুন লিখিতভাবে জানিয়েছে আইএস। সুহাদ সালেহর মন্তব্য আইএস-র কার্য কলাপেই সমর্থন করেছে। সালেহর মতে বিধর্মী সমাদের মহিলারা আইন মোতাবেকই যুদ্ধে জয়ী মুসলিম পুরুষ ও কমান্ডারদের সম্পত্তি। তাই তারা নিজেদের স্ত্রীর মতোই যৌনদাসীদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।

তবে সালেহের এই সাক্ষাৎকার ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। একজন মহিলা হয়ে তিনি এমন কথা বলা বা সমর্থন করলেন কী ভাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেক বিশিষ্ট জনের মত, সালেহের মত উদ্দেশপ্রণোদিত।

নাশকতার ছক বানচাল ঃ পাঁচ সশস্ত্র জঙ্গিকে ধরল সেনা

গোয়েন্দা সূত্র থেকে খবর পেয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দেশে বড়সড় নাশকতার ছক বানচাল করে দিল সেনা জওয়ানেরা। গত ২৩ শে জানুয়ারী জম্মু কাশ্মীরে সোপোর এলাকা থেকে পাঁচজন সশস্ত্র জঙ্গিকে হাতেনাতে ধরল সেনা। ধৃত জঙ্গীরা হারকাত-উল-মুজাহিদীনের সক্রিয় সদস্য বলে জানা গেছে।

দেশে জঙ্গি নাশকতার ছক কষছে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন। গোয়েন্দা সূত্রে সেই খবর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে। পাঠানকোটের ঘটনার পর জঙ্গিরা যে এদেশে তৎপর হয়ে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হামলার ছক কষছে তা গোয়েন্দারা বিশ্বস্তসূত্রে আগেই জানতে পারে। সেইমতো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতারও করা হয়েছে। ধৃতরা সকলেই হরকত-উল-মুজাহিদীন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। প্রজাতন্ত্র দিবসে নাশকতার ছক কষেছিল এই জঙ্গিরা। এই একই সময়ে দেশের ছটি শহর থেকে মোট ৮ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ।

১৮৫৭ ঃ একটি অন্য মূল্যায়ন

তপন কুমার ঘোষ

আজকের আলোচনার বিষয় ১৮৫৭। সিপাহী বিদ্রোহ, মহাবিদ্রোহ, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। আমি ছোটবেলা থেকেই সাভারকারের ভক্ত। এই মহাবিদ্রোহকে তিনিই প্রথম ''ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ'' নামে অভিহিত করেছিলেন। সাভারকারকে ইংরেজরা এতই ভয় পেত যে এই বিষয়ে তাঁর লেখা 1857:The First War Of Independance নামের বইটি ছেপে বের হওয়ার আগেই বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এই নিয়ে আরএসএস এর শাখায় ও কার্যক্রমে আমি ছোটদেরকে ক্যুইজ প্রশ্নও করতাম। কিন্তু পরবর্তী সময় ইতিহাসের আরও জ্ঞান হওয়ার পর আমার মত পাল্টালো। সাভারকারের সঙ্গে আমি এখন আর একমত নই। ১৮৫৭-র ঘটনাকে সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ বলতে আমি রাজী। কিন্তু ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে রাজী নই।

এই বিদ্রোহে ভারতের মুসলিমরা, বিশেষ করে উত্তর ভারতের মুসলিমরা বেশ বড় পরিমাণে অংশগ্রহণ করেছিল। তাতেই হিন্দুরা খুশী, মহাখুশী। ইংরেজের বিরুদ্ধে যে কোন লড়াই-ই স্বাধীনতার যুদ্ধ না হয়ে যায় না। তার বেশী খুঁটিয়ে দেখা ও তলিয়ে দেখার প্রয়োজন কেউ অনুভব করে না। এবং আশ্চর্যের বিষয় যে সাভারকারের মত ব্যক্তিও করেননি। অথচ ঐ মহাবিদ্রোহের ইতিহাস ও তথ্যপঞ্জী সামান্য নাড়াচাড়া করলে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নজরে পড়বেই। ১৮৫৭-র বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল এই বাংলার ব্যারাকপুর সেনাছাউনী থেকে। অথচ বাংলা এই বিদ্রোহে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিল, অংশগ্রহণ করেনি। কেন? বাংলার এই অংশগ্রহণ না করাটা কি একটা বড় ঘটনা নয়? তাহলে এটা নিয়ে ঐতিহাসিক বা গবেষকরা নাড়াচাড়া করেন নি কেন? অথচ তার মাত্র দশ পনেরো বছরের মধ্যেই এই বাংলায় শ্রী অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক শুরু হয়ে গেল হিন্দুমেলা (১৮৬৬), বঙ্কিম লিখে ফেললেন বন্দেমাতরম্ ও আনন্দমঠ (১৮৮২)। রবীন্দ্রনাথ সেই হিন্দুমেলায় 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখে পাঠ করলেন। এ সবগুলো কিন্তু ১৮৫৭-র খুবই কাছাকাছি সময়ে। অথচ কোন গবেষক এদুটির সম্পর্কের ব্যাপারে কোন অনুসন্ধান করার চেষ্টা করলেন না। এ দুটি মানে আমি বলতে চাইছি ১৮৫৭-এ বাংলা ও বাঙালির অংশগ্রহণ না করা এবং তার ঠিক পরেই এই জাগরণ। তাহলে কি ১৮৫৭ তে অংশগ্রহণ না করলেও তার থেকে প্রেরণা পেয়েছিল বাঙালি? আমার স্পষ্ট মত --- না। গবেষকদের আহ্বান জানাচ্ছি তথ্য ঘেঁটে সত্য আবিস্কার করতে। অবশ্যই মতবাদের রঙিন চশমাগুলো খুলে রেখে।

চলে আসুন উত্তর ভারতে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ শিশুসন্তানকে পিঠে বেঁধে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন নিজ রাজ্য রক্ষা করতে। নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপেও জোরালোভাবে অংশ নিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরাও বড় আকারে অংশ নিলো। কিন্তু এদের সকলের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা কি একই? না। মুসলমানদের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য হিন্দুদের থেকে ভিন্ন ছিল। তাদের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ১৭৫৭-তে ইংরেজরা মুসলমানের হাত থেকে ভারতের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম' 'দারুল হারবে' পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সেই দারুল ইসলামকে ফিরিয়ে আনতে হবে। দারুল হারব থেকে দারুল ইসলাম করার যুদ্ধের নামই তো জেহাদ! এবং সেই জেহাদ করার জন্য মুসলমানদেরকে স্পষ্টভাবে ফতোয়া জারী করেছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর ৩৪ জন ইমাম একযোগ। আরও জানা যায় যে জেহাদের ফতোয়া জারী করা এবং অংশগ্রহণ করার অভিযোগ ইংরেজরা উত্তরপ্রদেশে সাতশ জন ইমাম ও মৌলবীকে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল বিদ্রোহ সমাপ্ত হওয়ার পরে। সুতরাং ওই যুদ্ধ উত্তরভারতের হিন্দুদের কাছে স্বাধীনতার যুদ্ধ বা রাজ্যরক্ষার যুদ্ধ, যাই হোক না কেন, মুসলমানদের কাছে তা ছিল জেহাদ। জেহাদ দিয়ে যেমন দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ঠিক তেমনি কাফের নিধন, মূর্তি ভাঙা, কাফেরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে গণিমতের মাল হিসাবে ভোগ করা, ডান হাতে অধিকার কার কাফের নারীদেরকে ক্রীতদাসী হিসাবে ভোগ করা---এগুলোও তো জেহাদের অঙ্গ। সেই জেহাদে কি হিন্দুরা অংশগ্রহণ করতে পারে? বিশেষ করে উত্তর ভারতে! যেখানে তার আগে ৭০০ বছর ধরে মানুষ ইসলামের কান্ডকারখানা দেখছে, যেখানে হাজার হাজার মন্দির ভাঙা হয়েছে, যেখানে নরমুন্ডের স্তূপ তৈরী করা হয়েছে, যেখান থেকে হিন্দু রমনীদের লুঠ করে নিয়ে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বিক্রি করা হয়েছে। দীর্ঘ ৭০০ বছরের সেই সব হাড়হিম করা ঘটনা, যাকে ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট বলেছেন The Bloodist Chapter of History, যার ফলে উত্তর ভারতের হিন্দুদের মনে মুসলিমের প্রতি ঘৃণা গভীরভাবে প্রোথিত (internalize) হয়ে গিয়েছে। উত্তর ভারতের সেই হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে একযোগে বৃটিশ বিরোধী জেহাদে অংশগ্রহণ করবে এটা ভাবা খুবই কঠিন। তবুও এ বিষয়ে আমি কোন চূড়ান্ত মত প্রকাশ করছি না। কিন্তু বাংলা ও বাঙালি যে অংশগ্রহণ করেনি, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এবং সেজন্য আমি খুশী ও গর্বিত।

১৭৫৭ সালে বাংলা ও বাঙালি মুসলিম শাসনের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তার আগে সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনের (১২০৩-১৭৫৭) ভয়ঙ্কর অত্যাচারের স্মৃতি বাঙালির মনে যে গভীর ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছিল, ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ এই একশ বছরেও সেই ক্ষতের দাগ বাঙালি জাতির সামাজিক স্মৃতি (Collective memory) থেকে মুছে যায়নি। একেবারেই মোছেনি। তাই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে মাথার উপরে বসিয়ে কোনরকম যুদ্ধ বা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে বাঙালি রাজি ছিল না। তাই ১৮৫৭-র লড়াই থেকে বাঙালি (বাঙালি মানেই হিন্দু) নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এবং তার অব্যবহিত পরেই নিজের মতো করে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম বাঙালী শুরু করেছিল, যা শুরু হয়েছিল রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু মেলা' দিয়ে।

বাঙালির সেই 'নিজের মতো'-টা কীরকম? এই 'নিজের মতো'টা হচ্ছে হিন্দু জাতীয়তাবাদের আধুনিক রূপ। হিন্দু জাতীয়তাবাদের এই আধুনিক সংস্করণে উত্তরণে অবদান অনেকের- রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং প্রচন্ডভাবে স্বামী বিবেকানন্দের। সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আমাদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান লাভ করেছে। মাঝপথে আমাদের এই প্রচন্ড শক্তিশালী সশস্ত্র বিপ্লবের মোকাবিলা করতে না পেরে কুচক্রী বৃটিশ সুচতুরভাবে আমাদের এই সংগ্রামের মধ্যে মার্কসবাদের ভেজাল মিশিয়ে দিয়েছে। সেই ইতিহাস অন্য সময় বলবো।

সুতরাং আমার পর্যবেক্ষণ হল, ১৮৫৭ র বৃটিশ বিরোধী মহাসংগ্রামের কোন ধারাবাহিকতা থাকলো না। ওটা মুখ থুবড়ে ওখানেই শেষ হয়ে গেল। কারণ, যেমন তেলে জলে মিশ খায় না, ঠিক তেমনি জেহাদের প্রেরণা ও ভারতমাতাকে ভালোবাসা- এদুটোও মিশ খায় না, একসঙ্গে চলতে পারেনা। বরং বাংলা থেকে যে নবজাগরণ শুরু হল, এই বাংলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদের যে নতুন ভিত স্থাপিত হল, তা সারা ভারতে পুণর্জাগরণের প্রেরণা তৈরী করল। সে প্রেরণাস্রোত আজও প্রবহমান। আজও গোটা দেশ ও গোটা বিশ্বের হিন্দু বিবেকানন্দ, অরবিন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। জাতীয়তাবদের সীমা ছাড়িয়ে সেই প্রেরণা আজ বিশ্বমানবতাকে সমৃদ্ধ করার দিকে এগিয়ে চলেছে। এজন্য বাঙালি হিসাবে আমরা গর্বিত।

১৮৫৭ র পরবর্তী আর একটা বড় কাহিনী আছে। পরের সংখ্যায় সেটা লেখার চেষ্টা করবো।

১২ পাতায় দেখুন

ধর্মীয় জলসা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহারে

পেয়ে তুফানগঞ্জ থানার এক এসআই দুজন কনস্টেবল নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ মাইক বন্ধ করতে বললে জলসার উদ্যোক্তাদের অন্যতম টিএমসি-র অঞ্চল সভাপতি কবীর মিঞার নেতৃত্বে উত্তেজিত জনতা পুলিশকে ধাক্কা মারে। বাধ্য হয়ে এসআই কনস্টেবল নিয়ে সেখান থেকে চলে যান। এই সময় সভার লোকজন অদূরে থাকা একটি পুলিশ ভ্যানে ভাঙচুর চালায়। এরপর তুফানগঞ্জ থানার ওসি মহিম অধিকারীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজিত জনতা তাদেরকে লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়তে শুরু করে। এতে বেশ কয়েকজন পুলিশ আহত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে এক কমব্যাট কোর্সের জওয়ান রাইফেল থেকে শূণ্যে এক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে ধর্মীয় সমর্থকেরা আরও উত্তেজিত হয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশদের তারা ব্যাপক মারধোর করে। নিজেদের রক্ষায় পুলিশ তখন কয়েক রাউন্ড গুলি চালালে চারজন গ্রামবাসী জখম হন। এরা হলেন আব্দুল মান্নান, মইনুর হোসেন, আমিনুর ইসলাম ও মইনুর হক। এদের প্রত্যেকের পায়ে গুলি লাগে। এরমধ্যে আমিনুর ইসলামের আঘাত গুরুতর। গুরুতর আহত হয়েছে সাতজন পুলিশও। তাদেরকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার পর জেলাশাসক পি উল্লানাথন, জেলার পুলিশ সুপার সুনীলকুমার যাদব এবং ডিআইজি জলপাইগুড়ি রেঞ্জ রাজেশকুমার ঘটনাস্থলে আসেন। রবিবার এলাকায় যান তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি এই ঘটনার জন্য পুলিশকেই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন অভিযোগের ভিত্তিতে

উদ্যোক্তরা মাইকের আওয়াজ কমিয়ে দেয়। তারপরও তুফানগঞ্জ থানার ওসি মহিম অধিকারী মদ্যপ অবস্থায় এসে লাঠিচার্জ করে উত্তেজনা ছড়ায়। কিন্তু নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়েছিল। পুলিশ নয়, উত্তেজিত জনতাই আগে পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন পুলিশকেও মারধোর করে তারা। প্রাণ সংশয়ের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াতেই পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি চালায় বলে তার অভিমত।

পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জেলার পুলিশ সুপার সুনীল কুমার যাদব জানিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। একই সঙ্গে তুফানগঞ্জ থানার ওসি মহিম অধিকারীকেও 'ক্লোজ' করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভারতে সন্ত্রাস ছড়াতে আইএস-এর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা

ভারত যতই বন্ধুত্বতার হাত বাড়াক না কেন, পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। কারণ পাক্ গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এবার হাত মেলাচ্ছে আবু বকর আল বাগদাদির জঙ্গি সংগঠন আইএস-এর সঙ্গে। ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোই তাদের লক্ষ। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বেশ কয়েকজন আইএস জঙ্গিকে ধরা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যও জানা গিয়েছে। এই নিয়ে নয়ডার এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'সরকার যে কোন ধরণের আইএস হুমকির মোকাবিলায় তৈরি।

বিশ্বপ্রাস জঙ্গিসংগঠন আইএস ইতিমধ্যে পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে আতঙ্কের নজির সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে ভারতে যত সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে। তার সঙ্গে পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থার নাম জড়িয়েছে। লস্কর-ই-তৈবা, জৈশ-ই-মহম্মদ, মিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, জামাত-উদ-দাওয়ার এর মতো জঙ্গি সংগঠম গুলোর মদতদাতা আইএসআই। এবার তাদের লক্ষ্য বাগদাদিকে সঙ্গে নিয়ে আরও বড় সন্ত্রাস ভারতে বুকে ছড়িয়ে দেওয়া। ইতিমধ্যেই ভারত থেকে আইএসে যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকজন আইএস জঙ্গি ভারতে ধরাও পড়েছে। এটাকেই কাজে লাগাতে চাইছে পাক্ গুপ্তচর সংস্থা।

কিন্তু কেন পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। সম্প্রতি মোদীর পাকিস্তান সফর এবং তাঁর সাফ ঘোষণা, ভারত সন্ত্রাস নিয়ে কোন আপস করবে না। আমেরিকাও লাগাতার সন্ত্রাস নিয়ে পাকিস্তানকে চাপ দিতে থাকে। এরপরই প্রশাসনিকস্তরে একাধিক বৈঠক করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে পাকিস্তানও রেহাই পায়নি। প্রসম্প্রতি পেশোয়ারে বাচা খান বিশ্ব বিদ্যালয়ে বিস্ফোরণ ও গুলিতে ২৫ জন ছাত্র ও অধ্যাপকের মৃত্যু হয়েছে। এরপর পাক সরকার নিজভূমে বেড়ে ওঠা জঙ্গিপনার বিষবৃক্ষের উৎপাটনে সচেষ্ট হয়। এই কারণেই আইএসআই কে হাত মেলাতে হচ্ছে ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে। লস্কর বা জৈশ দিয়ে এই মুহূর্তে তারা হামলা চালাতে পারছে না বলে সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

এদিকে আইএস যে ভারতকে টার্গেট করেছে, তার প্রমাণও পেয়েছে গোয়েন্দারা। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আইএস সন্দেহে ধৃত জঙ্গিদের জেরা করে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। সরকার উপরে ফোনে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠা করা নাকি তাদের লক্ষ্য ছিল। এর থেকে আরও মারাত্মক তথ্য হল ভারতে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্যক্তি নিয়মিত আইএসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। সংখ্যাটা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। শুধু আইএসের সঙ্গে যোগাযোগ করাই নয়, আইএসে যোগ দিতেও তৈরী বলে অভিযানে তারা জানিয়েছে। এইসব ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে আইএস ভারতের বিভিন্ন গোপন ডেরায় সন্ধান করতে চাইছে। তারপর সরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা যে কোন ধরণের জঙ্গি হামলায় মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি। জঙ্গি দমনে সারা বিশ্বকে এক হওয়ার ডাক দিয়েছে ভারত। তা সে আইএস হোক বা জৈশ কিংবা লস্কর হোক।

(সৌজন্যে ঃ যুগশঙ্খ, ৩০ শে জানুয়ারী, শনিবার)

কোচবিহারে হোমে ধর্ষণ দুই বালিকা ঃ ধৃত ধর্ষণকারী

কোচবিহারে সরকারি হোমে দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়ল জেলাশাসক। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এই কমিটিকে তাঁদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার কাছুয়া মিঞাকে গত ৭ই জানুয়ারী পুলিশ গ্রেফতার করে। কিন্তু তাকে কোর্টে তোলা হলে পুলিশের ভুলে আদালত ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠায়। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্ত কাছুয়া মিঞাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানালে বিশেষ আদালতে তাকে তুলে বিচারপতি জ্যোতির্ময় চন্দ তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় হোম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল ওঠার পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তে ঢিলেমির অভিযোগ উঠেছে।

কোচবিহারের শহিদ বন্দনা স্মৃতি মহিলা আবাসের দুই কিশোরীকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে হোমের অস্থায়ী সাফাই কর্মী কাছুয়া মিঞার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় এক কিশোরী গর্ভবতী হয়ে পড়ে, এর পরেই বিষয়টি জানতে পারে হোম কর্তৃপক্ষ। এরপর চাইল্ড ওয়েল ফেয়ার কমিটি কোচবিহার কোতয়ালি থানায় বিষয়টি জানিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একটি কেস দায়ের করে গত ৪ঠা জানুয়ারী। পুলিশ কাছুয়া মিঞাকে তার বাড়ি থেকে ৭ তারিখ গ্রেফতার করে। ৮ তারিখ পকসো আইনে মামলা দিয়ে বিশেষ আদালতে তোলা হয় তাকে। কিন্তু পুলিশ এফআইআর কপি আদালতে জমা না দেওয়ায় অভিযুক্তকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় বিশেষ আদালত। ফের ১১ তারিখ পুলিশ অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেবার জন্য আদালতে আবেদন জানান। সেই আবেদনের পর ১৩ তারিখ কাছুয়া মিঞার ফের শুনানি হয় এবং অভিযুক্তকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

খোদ কলকাতায় ধর্ষণের চেষ্টা

উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বাঁচল তরুণী

গত ২৪ শে জানুয়ারী কলকাতার মল্লিক বাজার অঞ্চলে এক তরুণীকে অপহরণ করে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। এই ঘটনায় মহম্মদ তৌফির , শাহ আলম ও মহম্মদ সাইনুলকে গ্রেফতার করেছে শেক্সপীয়র সরণি থানার পুলিশ।

এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানা যায়, রবিবার রাত ৯ টা নাগাদ মল্লিকবাজার দিয়ে এক তরুণী হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় শাহ আলম ও মহম্মদ সাইনুল নামে দুই যুবকতার পিছু নেয়। মেয়েটি মল্লিক বাজার এলাকার ৬৩ নং ওয়ার্ড অফিসের কাছে আসামাত্র যুবকেরা জোর করে তাকে নিয়ে ওয়ার্ড অফিসে ঢুকে যায়। সেখানে আগে থেকেই ছিল ওই ওয়ার্ড অফিসের দারোয়ান মহম্মদ তৌফির। যুবকদ্বয় আবার তৌফির বন্ধু। তারা তরুণীটিকে জোর করে মদ খাওয়াতে চেষ্টা করে। মেয়েটি অস্বীকার করলে অভিযুক্তরা তাকে ধর্ষণের চেষ্টাও করে বলে জানা গেছে।

মেয়েটি চিৎকার চেঁচামেচি করলে স্থানীয় বেশ কয়েকজন বাসিন্দা ওয়ার্ড অফিসের সামনে জড় হয়। হাতে নাতে ধরা পড়ে অভিযুক্তরা। স্থানীয় বাসিন্দারাই ১০০ ডায়াল করে পুরো ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে তরুণীকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি তিন অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করে শেক্সপীয়র সরণি থানার পুলিশ। রবিবার রাতেই মেয়েটির মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়। তরুণীর অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পথে দুই যুবক তার পিছু নেয়। ৬৩ নং ওয়ার্ড অফিসের সামনে আসতেই তারা জোরজবরদস্তি তাকে ওয়ার্ড অফিসে ঢুকিয়ে নেয়।

রবিবার রাতের ঘটনা আরও একবার প্রশ্ন তুলে দিল শহরের নিরাপত্তা নিয়ে। এমন একটি জনবহুল এলাকায় কীভাবে এমন একটা ঘটনা রাত ৯টার সময় ঘটল, তা একটা বড় প্রশ্ন চিহ্ন এনে দিয়েছে শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা বিষয়ে।

হকের টাকা চাইতে গিয়ে দোকানদারের মারে মৃত যুবক

কলকাতার বেলগাছিয়া ব্রীজ সংলগ্ন দীনাৎ মেডিকেল হল দীর্ঘদিন ধরে ঔষুধ সাপ্লাই করে নাগেরবাজারের পি.গুপ্তা নামে এক যুবক। সে টাকা চাইতে এলে দোকানদার টাকা দিতে অস্বীকার করেন। উভয়ের বচসার মধ্যে স্থানীয় কিছু লোক জড়িয়ে পরে। এইসময় এক ব্যক্তি পি.গুপ্তার পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়। মঙ্গলবার আরজিকর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। দোকানদারের এ হেন আচরণে এলাকাবাসী স্তম্ভিত। তারা হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছে।

সূত্রের খবর, ১ লা ফেব্রুয়ারী রাত ৯ টার সময় পি.গুপ্তা তার নাগেরবাজারের বাড়ি থেকে টাকা কালেকশনে বেড়ায়। সে ওষুধের ব্যবসা করে। দীর্ঘদিন ধরে বেলগাছিয়ার দীনাৎ মেডিকেল হলে সে ওষুধ সাপ্লাই দেয়। প্রায় ৮০ হাজার টাকার মতো তার পাওনা ছিল ঐ দোকানে। দোকানদার এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। যে বিলে অসঙ্গতির কথা তুলে টাকা দিতে অস্বীকার করে। উভয়ের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি চলছিল তখন দোকান মালিকের পরিচিত কিছু সংখ্যালঘু যুবক সেখানে জড়ো হয়। কোন কথা ভালো করে না শুনে দোকান মালিকের অভিযোগে তারা পি.গুপ্তাকে মারধোর করতে শুরু করে। দোকান মালিকও তাতে যোগ দেয়। এই সময় তাদের একজন ছুরি বের করে যুবকের পেটে বসিয়ে দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানীয়রা ভর্তি করে। পরদিন ২রা ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পি.গুপ্তা হাসপাতালে মারা যায়। উল্টোডাঙা থানা থেকে একটি কেস দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

রায়দিঘিতে বুদ্ধমূর্তি উদ্ধার

গত ২৬ শে জানুয়ারী একটি প্রাচীন দিঘিতে মাটি কাটার সময় উদ্ধার হল কালো পাথরের বুদ্ধ মূর্তি সুন্দরবনের রায়দিঘি এলাকায়। স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা এই মূর্তিটি প্রায় সপ্তম-অষ্টম শতকের। এই মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার ফুট। মূর্তিটি রায়দিঘিতে থানাতে রাখা হলেও পরে কলকাতা মিউজিয়ামে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গা বসু।

প্রায় ৩০ একর এই প্রাচীন দিঘি হিসাবে খ্যাত এই রায়দিঘি। মঙ্গলবার দঃ ২৪ পরগণার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সংস্কারের কাজ শুরু করার পর মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এই বুদ্ধ মূর্তিটি পাওয়া যায়। কালো পাথরের বুদ্ধ মূর্তিটি দাঁড়ানো ভঙ্গিতে ছিল। মূর্তির পিছনে একটি মন্দিরের অনুকৃতি রয়েছে, দুদিকে দুই দেবীর মূর্তি এবং মূর্তিটির উপরে রয়েছে উড়ন্ত পরী। এই অপূর্ব সুন্দর মূর্তির গায়ে কোন অলঙ্কার ছিল না। এর আগেও এই দিঘি থেকে আরও ২ টি বুদ্ধ মূর্তি পেয়েছিলেন সুন্দরবন গবেষক কালীদাস দত্ত। প্রত্ন গবেষক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুর্গা বাসু এই এলাকার খননের সঙ্গে যুক্ত। মূর্তি উদ্ধারের পর তিনিও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির গবেষণায় নতুন দিশা দেখছেন।

শুধুই কি রাজনৈতিক সংঘর্ষ, নাকি পিছনে আছে ষড়যন্ত্র

খয়রাশোলে বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণ মৃত দুই

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের। বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আস্ত পাকা বাড়ি। কেঁপে উঠেছে পুরো এলাকা। আশপাশের দু-একটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই বাড়িতে কী ধরণের বিস্ফোরক মজুত ছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২ শে জানুয়ারী বীরভূম জেলার খয়রাশোল জেলার আহমেদপুর গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানা গিয়েছে, মৃতরা হল শেখ হেপজুল ও শেখ লিটন ওরফে তারিখ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আচমকা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা গ্রাম। আশেপাশের বাসিন্দারা বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে আসে। তাদের চোখে মুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। কারণ ওই বাড়ির লাগোয়া বাড়িগুলো বিস্ফোরণের বিকট শব্দে থরথর করে কেঁপে ওঠে। স্থানীয়রা ঘটনা স্থলে এসে দেখে দুই ভাইয়ের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তারাই পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশে ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে সিউড়ি হাসপাতালে পাঠায়। দুই ভাইয়ের একদন হেপাদুলের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধ মূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। বছর তিনেক আগে এলাকার এক তৃণমূল নেতা খুনের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এছাড়া অস্ত্র মজুত রাখার মামলাও আছে। এলাকায় যে দুষ্কৃতি বলেই পরিচিত। ২২ তারিখ রাতে সে ও তার ভাই লিটন বোমা বাঁধছিল। হঠাৎ-ই তা কেটে যাওয়াতেই তাদের মৃত্যু হয়।

বিস্ফোরণের ব্যাপকতা পুলিশের কপালে ভাঁজ ফেলেছে। ইতিমধ্যেই কী ধরণের বিস্ফোরণ সেখানে মজুত ছিল তা নিয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। শুধু এলাকার সংঘর্ষ-র জন্য তারা বোমা মজুত করছিল, নাকি অন্য ব-হত্তর ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত তা জানার চেষ্টা চলছে। কেননা খগড়াগড় কান্ড আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। সেখানে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়েছিল। তাই খয়রাশোলের ঘটনায় কোন ঝুঁকি না নিয়ে প্রশাসন প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়েছে।

পড়া না পারায় অতিরিক্ত সময় আটকে রাখায় শিক্ষককে মারধোর করলো ছাত্রীর পরিবার

পড়া না পারায় অতিরিক্ত সময় ধরে পড়াচ্ছিলেন শিক্ষক। পড়া তৈরি করিয়েই তাকে ছেড়েছিল। এই অপরাধে শিক্ষককে বেধড়ক পেটালো ছাত্রীর পরিবারের লোকজন। শুধু মারধোরেই নয়, শিক্ষককে অপহরণের অভিযোগও উঠেছে ছাত্রীর দাদা মহঃ রাকিব (২৪) ও মহঃ সাকিবের বিরুদ্ধে। তাদের পিতা মহঃ সইফুদ্দিনও (৫২) এই ঘটনায় জড়িত। গুরুতর আহত ইংরেজির শিক্ষক তপন পালকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে সেখান থেকে তাকে মালদা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২ শে জানুয়ারী মালদা জেলার পুখুরিয়া থানার পরাণপুরের উজ্জল পাড়া এলাকায়। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

উজ্জ্বল পাড়ায় একটি ঘরভাড়া নিয়ে চাঁচল অনুপনগর হাইস্কুলে ইংরাজী শিক্ষক তপন পাল ছাত্রছাত্রীদের পড়াতেন। সেদিন সকলে পড়া পারলেও কামিরুসেন্না নামে একটি মেয়ে পড়া পারেনি। তপনবাবু সকলকে ছেড়ে দিলেও কামিরুসেন্নাকে পড়া তৈরি করে দিয়ে যেতে বলে তিনি পাশের ঘরে অন্য একটি ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। স্বভাবতই মেয়েটির পড়া তৈরি করে বাড়ি যেতে দেরি হয়।

ছাত্রীটি বাড়ি গিয়ে তাকে আটকে রাখার ও খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ জানায় দাদাদের কাছে। এরপর সাড়ে আটটা নাগাদ রাকিব ও সাকিব এসে চড়াও হয় মাস্টারের উপর। তাঁকে চড়, কিল ছাড়াও লাঠি দিয়ে মারধোর করে। মারে গুরুতর আহত হন শিক্ষক তপন পাল। অভিযুক্ত দুইজন তপন বাবুকে মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় তপনবাবু চিৎকার করলে আশেপাশের গ্রামের লোকজন ছুটে আসে। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গ্রামবাসীরা রাকিব ও সাকিবকে বেধড়ক মারধোর করে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গ্রামবাসীদের হাত ছাড়িয়ে তারা পালায়। আহত শিক্ষককে তারা প্রথমে আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে মালদা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাকিবদের বাবা প্রতিবেশীদের নিয়ে কথা বলতে এলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রবল বাধায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। খবর পেয়ে পুখুলিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তপনবাবু রাকিব, সাকিব ও তার বাবার নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে।

গ্রামবাসীরা আমাদের প্রতিনিধিদের জানিয়েছে, তপন এলাকায় ভালো ছেলে বলে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে সে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছে কিন্তু কোনদিন তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়নি।

জেলা পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন , 'পুখুরিয়া থানা এলাকায় এক শিক্ষককে মারধোরের একটি অভিযোগ পেয়েছি। অপহরণ ও তুলে নিয়ে গিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।' এদিকে ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত রাকিব ও সাকিব এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীর উপরে হামলা

গত ৯ই জানুয়ারী ডায়মন্ড হারবারের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুজন সন্ন্যাসীর উপরে হামলা চালায় একদল মুসলিম দুষ্কৃতি। সঙ্ঘের ডায়মন্ড হারবার শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত তপন মহারাজকে এক মহিলাকে কটূক্তি করার মিথ্যা অভিযোগে আক্রমণ করে একদল দুষ্কৃতি। তাঁকে বাঁচানোর জন্য কল্যাণ মহারাজ আশ্রম থেকে ছুটে এলে তাঁকেও মারধোর করে ঐ দুষ্কৃতিরা। পরে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তপন মহারাজকে আপোষ মীমাংসায় বিষয়টা মিটিয়ে নিতে পরামর্শ দেয় পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ফলে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুরা কিছু সময়ের জন্য পথ অবরোধ করে।

কাঁচড়াপাড়ায় হিন্দুদের সভা ভন্ডুল করল পুলিশ

উত্তর ২৪ পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় ধর্ম জাগরণ সমন্বয় বিভাগের প্রকাশ্য সভা চলছিল গত ২৯ শে জানুয়ারী। প্রশাসনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও বীজপুর থানার ইনসপেক্টর পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মী জে ইসলাম মঞ্চে উঠে নিজের হাতে মাইকের তার ছিড়ে সভা বন্ধ করে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি।

১০ই ফেব্রুয়ারী শহীদ তীর্থ সোনাখালিতে চার শহীদকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী।

কুলতলিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-জয়ন্তী পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ-দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার কুলতলিতে স্থানীয় হিন্দু সংহতি কর্মীদের উদ্যোগে গত ১২-ই জানুয়ারী থেকে তিনদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হল। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিন ১৪-ই জানুয়ারী হিন্দুসংহতির সভাপতি তপন ঘোষ, সহসভাপতি দেবদত্ত মাঝি ও কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুলতলির হিন্দু সংহতির কর্মীরা তপন ঘোষকে ফুলের মালা পরিয়ে ও রাস্তায় ফুল ছিটিয়ে সভামঞ্চে নিয়ে আসে। সংহতি সভাপতি বিবেকানন্দের ছবিতে মালা দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সেদিনের সভা শুরু করেন।

তপন ঘোষ স্বামীজীর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করে বলেন, তোরা শিক্ষার সঙ্গে খেলাধূলা কর, শরীরচর্চা কর। সুস্থ সবল শরীর না হলে সুস্থ মনের অধিকারী হওয়া যায় না। হিন্দুদের এখন কাজ নয়, সুস্থ সবল শরীর দরকার। গ্রামে গ্রামে বিধর্মীদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শক্তি দরকার। এ বছর দৌড় প্রতিযোগীতা হয়েছে, আগামী বছর কবাডি ও কুস্তি প্রতিযোগীতার আয়োজন করার কথা তিনি বলেন।

তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রথম দিন ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতা হয়। এছাড়া আরও বিভিন্ন ইভেন্টের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। শেষদিন যেমন খুশী সাজো, দেশাত্মবোধক সংগীতের সঙ্গে নৃত্য ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। ১৪ তারিখ তপন ঘোষের উপস্থিতিতে দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের শেষ হয়। সভার শেষে সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবসে সকলকে কলকাতায় আসার আহ্বান জানান। কুলতলির মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, মন্টু সরদার, প্রসেনজিৎ সরদার ও অনিমেষ সরাদার সমস্ত অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল।

মায়াহাউড়িতে ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালিত হল

গত ২৪শে জানুয়ারী দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত মায়াহাউড়ি গ্রামে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালন হলো। আশেপাশের অঞ্চল থেকে প্রায় তিনশ জন মহিলা পুরুষ এই ক্ষত্রিয় যজ্ঞে যোগদান করেন। হিন্দু সংহতির সহ সভাপতি দেবদত্ত মাঝি, কোষাধ্যক্ষ সুজিত মাইতি এবং রাজ্য কমিটির সদস্য রাজকুমার সরদার যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। দেবদত্ত মাঝি ও রাজকুমার সরদার তাদের বক্তব্যে বলেন যে হিন্দু সংহতির একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দল। হিন্দু সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা গড়ে তোলাই হিন্দ সংহতির একমাত্র কাজ। মঞ্চ থেকে উপস্থিত সমস্ত জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় হিন্দু সংহতির সমাবেশে আসার আহ্বান জানানো হয়।

উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ঘিরে উৎসাহ ছিল দেখার মত। প্রায় ২০০ জনের মত যুবক যুবতী যজ্ঞানুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন। রাজকুমার তাদের সকলকে আত্মহুতির শপথ বাক্য পাঠ করান। ক্ষত্রিয় জাগরণ যজ্ঞে আগত সমস্ত গ্রামবাসীকে প্রসাদ স্বরূপ ভাত-ডাল ও তরকারি খাওয়ানো হয়।

মন্দিরে ভয়ানক চুরি ঃ দুষ্কৃতিরা অধরা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ-গত ১৪ই জানুয়ারী জয়নগর থানার অন্তর্গত নিমপীটের উত্তর তুলসীঘাটায় মাঝরাতে মন্দিরে ভয়ানক চুরি হয়ে গেল। ডাকাতির ধরণ দেখে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, এ রকম কাজ কোন বিধর্মী ছাড়া আর কারো নয়। লোভে পড়ে চুরি অনেকেই করতে পারে, কিন্তু যেভাবে ঠাকুরের অপমান করা হয়েছে তাতে এইরকম সন্দেহই বদ্ধমূল হচ্ছে।

ঐ দিন রাত বারোটার পর উত্তর তুলসীঘাটার অতি প্রাচীন পাঁচু গোপাল থানে চোরেরা চুরি করে। তারা থানের দরজা ভেঙে মন্দিরে ঢোকে। ঠাকুরের তিনটি চূড়া, সাত থেকে আট ভরির সোনার গহণা, ঠাকুরের বিভিন্ন সামগ্রী মিলিয়ে তিন-চার কেজি রুপো এবং প্রণামী বাক্স ভেঙে সমস্ত টাকা নিয়ে যায়। যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকারও বেশি। কিন্তু যেটি সবচেয়ে দৃষ্টি কটু লেগেছে তা হল চোরেরা ঠাকুরের বসন খুলে ফেলে রেখে গেছে। ঠাকুরের মাথাও তারা ভেঙে দিয়ে যায়। এই চুরির ঘটনার দ্রুত কিনারা করে চোরেদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি প্রশাসনের কাছে গ্রামবাসীরা করেছে।

জেহাদের লক্ষ্যে ৩০ হাজার ভারতীয়ের যোগাযোগ আইএসের সাথে

প্রায় ৩০ হাজার ভারতীয় নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে আইএসের সাথে। সুদূর সিরিয়া থেকে ইসলামিক স্টেটের নৃশংসতাকে দুহাত বাড়িয়ে যারা স্বাগত জানাচ্ছে তাদের পরিচয় নিশ্চই বলার অপেক্ষা রাখে না। এরা শুধু যোগাযোগ রাখছে তা নয়, তারা আই এসে যোগ দিতে চায়। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এই ৩০ হাজার লোক নিজের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যই আইএসে যোগ দিতে ইচ্ছুক। সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধৃত সন্দেহজনক জঙ্গিদেরকে জেরা করে এই তথ্য উঠে এসেছে। তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক হামলা চালিয়ে ভারতে শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

স্বামীজীর জন্মদিনেই ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ-১২ই জানুয়ারী দক্ষিণ ২৪ পরগণার মিলনবাজার হিন্দু সংহতি কর্মীদের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৩-তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হল। সেখানে ঐ দিন মহাবীর রানাপ্রতাপ স্মরণে ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালন করা হয়। গত এক বছর ধরে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ক্ষত্রিয় জাগরণ দিবস পালন করা হচ্ছে। এদিন যেমন মিলন বাজার অঞ্চলের সংহতি কর্মীরা স্বামীজীর পবিত্র জন্ম দিনটিকে ক্ষত্রিয় জাগরণের দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছে।

দুপুর ১১টার মধ্যে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হন। প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে কর্মীরা তাঁকে 'কডন্' করে সভাস্থলে নিয়ে আসে। মহিলা শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিয়ে এবং পুষ্পবৃষ্টি করে তাঁকে বরণ করে নেয়।

যজ্ঞানুষ্ঠানে বর্গক্ষত্রিয় পুরুষ-মহিলার সংখ্যাই ছিল বেশি। এছাড়া কর্মক্ষত্রিয়, প্রৌন্ড্রক্ষত্রিয় ও জলক্ষত্রিয়-রাও বেশ ভালো সংখ্যায় উপস্থিত ছিল। সভাপতি তাঁর ভাষণে প্রথমেই স্বামী বিবেকানন্দকে ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেন। তাই এই বীর সন্ন্যাসীর জন্মদিনে ক্ষত্রিয় যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ায় তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি মনে করেন। তিনি বিগত দিনে বর্গক্ষত্রিয়, কর্মক্ষত্রিয়, প্রৌন্ড্র ক্ষত্রিয় ও জলক্ষত্রিয়দের দেশরক্ষায় আত্মবলিদানের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয় সমাজকে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি সমাজ ও ধর্মের এই দুর্দিনে দশজন যুবক -যুবতীকে আত্মাহুতি দিয়ে শপথ নিতে আহ্বান জানান।

উদ্ধার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ঃ বাংলাদেশ সীমান্তে ধৃত ৫০ অনুপ্রবেশকারী

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে জঙ্গিহানার কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণার বাংলাদেশ সীমান্তেও কড়া নজরদারি চলছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বনগাঁ ও বসিরহাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার সময়ে ৫০ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে আটক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বাগদা সীমান্ত থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি এয়ার গান, দুটি ম্যাগজিন ও বেশ কয়েকটি দেশি পিস্তল। আটক হওয়া বাংলাদেশীদের সঙ্গে কোনরকম জঙ্গিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সীমান্তরক্ষী বাহিনী আরও কড়া ও সতর্ক হলে অনুপ্রবেশ অনেক আগেই রোখা সম্ভব হত।

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ ও বসিরহাটে দুই জঙ্গি লুকিয়ে আছে খবর আসতেই শুরু হয় জোর তল্লাশি। শিয়ালদা মেন শাখার বনগাঁ-হাসনাবাদ-বসিরহাটগামী ট্রেনে প্রতিটি স্টেশনে ও বাস স্টপেজগুলোতেও চলছে তল্লাশি। এইভাবে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বসিরহাট-বনগাঁ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে ৫০ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ ও পুলিশ। সেইসঙ্গে বেশ কিছু বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র ও উদ্ধার হয়েছে ওই এলাকা থেকে।

সংহতির অষ্টম বর্ষপূর্তিতে প্রধান অতিথি ফ্রাঁসোয়া গোতিয়ে

এই ব্যক্তির জন্ম ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। জাতিতে ফরাসী। পেশায় সাংবাদিক ও লেখক। বর্তমানে থাকেন পন্ডিচেরীর অরোভিল-এ। মহর্ষি অরবিন্দ এবং শ্রীশ্রী রবিশংকরজীর অনুগামী।

হিন্দু ধর্মের চরম অনুরাগী, ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ। শুধু বিশেষজ্ঞই নন, তিনি আমাদের হিন্দুত্বের জোরালো প্রবক্তা। ভন্ড সেকুলারিজমের নামে হিন্দুধর্মের ও ভারতের যে চূড়ান্ত শত্রুতা করা হয়, সেই ভন্ডামিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে উনি সদা সক্রিয়। বর্তমানে ফ্রাঁসোয়া গোতিয়ে যে কাজটি হাতে নিয়েছেন, তার জন্য ভারত এবং হিন্দুরা ওঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবে। উনি মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহালয় তৈরী করেছেন। নাম ''ছত্রপতি শিবাজী মিউজিয়াম।'' উনি এটার নাম রাখতে চেয়েছিলেন ''হিন্দু হলোকষ্ট মিউজিয়াম'', অর্থ্যাৎ ''হিন্দু গণহত্যা সংগ্রহালয়''। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট (Will Durant) লিখেছেল, ''মুসলমান ভারত বিজয় ইতিহাসের সবথেকে বেশী রক্তাক্ত অধ্যায়''। (The Mohammedan Conquest of India is probably the bloodiest chapter in history)। অথচ ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা পড়ে- মুসলিম আক্রমণকারীরা ছিল মোলায়েম, মানবিক, শিল্প-সংগীতের গুণগ্রাহী। ইতিহাসের এই বিকৃত পাঠ আমাদের জাতিকে শেষ করে দিয়েছে। তাই একে সংশোধনের জন্য ফ্রাঁসোয়া গতিয়ে তাঁর সংগ্রহালয়ের নাম ''HINDU HOLOCAUST MUSEUM'' দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতটা কড়া সত্য সেকু ভারত হজম করতে পারবে না। তাই তাঁকে নাম পাল্টে ''শিবাজী মিউজিয়াম'' রাখতে হয়েছে।

হাজার বছর পরাধীন থাকার কারণে ভারতের অন্যতম দুর্ভাগ্য হল- আমাদের নিজেদের লেখা ইতিহাস না থাকা। এটা শুধু আমাদের দুর্ভাগ্য নয়, আমাদের আরো বহু দুর্ভাগ্যের মূলও এটা। সাধারণ ভারতবাসী তাদের নিজেদের ইতিহাস জানে না। জানেনা এই দেশ ও জাতির উপর বিদেশী ও বিধর্মী আক্রমণকারীদের কি বীভৎস, কি নৃশংস অত্যাচার হয়েছে। ভারতবাসী জানেনা আমাদের কি বিপুল সম্পদ ছিল, কি বিপুল জ্ঞানভান্ডার ছিল। মুসলিম আক্রমণে কিভাবে সেগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। বিদেশীর লেখা ও তাদের পেটোয়া ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস পড়ে আমাদের কয়েক প্রজন্মের মানুষ আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলেছে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে চরম হীনমন্যতায় ভুগছে। স্বাধীন ভারতে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা ইতিহাসবিদ কংগ্রেসী দালাল তারাচাঁদের ইতিহাস ছাত্রদেরকে পড়ানো হয়। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের লেখা ইতিহাসকে বাদ দিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর মার্কসবাদ ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, বিপান চন্দ, তপন রায়চৌধুরীদের লেখা বিকৃত ইতিহাসকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করা হয়েছে।

কিন্তু এসবের সংশোধন করবে কে? কেউ এগিয়ে আসেনি। এগিয়ে এসেছেন ওই বিদেশী। আমার সঙ্গে ফ্রাঁসোয়া গতিয়ের পরিচয় অনেকদিনের। আমার কাজে সবসময় তাঁর সোচ্চার সমর্থন পেয়েছি। আমি তাঁর পুনের মিউজিয়ামও দেখে এসেছি। এখানে শিবাজী, রাণাপ্রতাপ, ঔরঙ্গজেব, কাশ্মীর, বাংলাদেশ ইত্যাদি বিষয়ে একটি করে প্রদর্শনী হল আছে। মাঝে মাঝে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই প্রদর্শনীগুলো তিনি FACT (Forum Against Continuous Terrorism) নামক সংস্থার পক্ষ থেকে দেখানোর আয়োজন করেছিলাম। বিষয়-বাংলাদেশে হিন্দুর উপর অত্যাচার। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই প্রদর্শনী দেখেছিলেন।

ফ্রাঁসোয়া তাঁর পুনের মিউজিয়ামকে আরো সমৃদ্ধ করার কাজ তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি এবার আমাদের ১৪-ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি।

—তপন ঘোষ

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায় ?

পবিত্র রায়

বিশ্ব রাজনীতির পট পরিবর্তন ঘটে চলেছেদ্রুত গতিতে। ১৩.১১.২০১৫ তারিখের প্যারিসে জঙ্গি হামলার পরপরই সারা পৃথিবীতে রাজনৈতিক মেরুকরণ ঘটে চলেছে। সমুদ্রের বেলা ভূমিতে নিস্প্রাণ আয়লানের মৃতদেহ সারা পৃথিবীর বিবেক নাড়িয়ে দিয়েছিল। ইউরোপ তার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল শরণার্থীদের আশ্রয়ের জন্য। এই উদারতার সুযোগ আইএস তাদের জেহাদীদের শরণার্থী ছদ্মবেশে ইউরোপে ঢুকিয়ে দিল। প্যারিসে অকারণ গণহত্যা চালাল আইএস এর জেহাদী মুসলিমরা। ইউরোপ ভোগ করল অতি উদারতার বিষময় ফল। ইতিপূর্বে আমরা শার্লি এবদোর অফিসে আক্রমণ ও চৌদ্দজনকে হত্যা করার দৃশ্য দেখেছি। শার্লি এবদোর ঘটনার অব্যবহিত পরেই দেখেছি জার্মান দৈনিকের দপ্তরে হামলা। এত কিছুরপরও ইউরোপ মানবতার নিরিখে তাদের দরাজা খুলে দিয়েছে। প্রমাণ করেছে তার শুধু মুখেই মানবতার কথা বলে না, মানবতাকে কার্যকরী করতে তারা সদা উদগ্রীব। ভুল করেছে মানবতা দেখানোর স্থান বা ক্ষেত্র নির্বাচনে। মানবতা প্রাপ্য হতে পারে মানবতা মান্যকারীর জন্য। যারা মানবতাবিরোধী, তাদের প্রতি মানবিকতা দেখালে অমানবিকতাকেই সমর্থন করা হয়। পশ্চিম এশিয়ার বর্বর এই মানুষগুলো কখনো কারও প্রতি মহানুভবতা দেখিয়েছে-এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং এই পশুসম মানুষগুলোর মানবতা পাওয়ার জন্য ইউরোপ দরজা খুলে ভুল করেছে।

প্যারিস হামলারর অব্যবহিত পরেই তুরস্কে জি-২০র বিশ্ব সম্মেলন ছিল। জি-২০ ভূক্ত দেশগুলির সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হাজির ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি। এই তুরস্কেও পুলিশের সাথে গুলি বিনিময় হয়েছে সন্ত্রাসবাদীদের। অল্প কিছুদিন পূর্বে মিশরের সিনাই উপত্যকায় রাশিয়ার যাত্রীবাহী বিমান ভেঙে পড়েছিল। প্রথম প্রথম রাশিয়া আইএস দ্বারা বিমান ধ্বংসের কথা অস্বীকার করলেও পরে স্বীকার করেছে আইএসই বিমানে বোমা রেখে বিমান ধ্বংস করেছে এবং ২২৪ জন মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। আইএস ও ইন্টারনেটে তাদের ক্যান বোমা রাখা দেখিয়েছে। প্রমাণ হয়েছে আইএস যে কোন সুযোগ এবং অছিলায় নিরপরীয় মানুষ খুন করে অস্তিত্ব জাহির করতে চায়।

জি-২০ বৈঠক রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, পৃথিবীর অন্ততঃ চল্লিশটি দেশ আইএসকে সাহায্য করছে। জি-২০ ভূক্ত দেশও সেই সাহায্যকারীর ভূমিকায় আছে প্রয়োজনে পুতিন সাহেব সেই প্রমাণ দেখাতে সক্ষম। প্রসঙ্গত জি-২০ সম্মেলনে সমস্ত আলোচ্য বিষয় ছাপিয়ে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে সন্ত্রাসবাদ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতৃত্বের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁরা যেন ধর্ম এবং সন্ত্রাসবাদকে এক করে গুলিয়ে না ফেলেন। ঠিক এই একটি কথাই বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেল। প্রথমেই বলতে হচ্ছে তবে কি বিশ্ব নেতৃত্ব ধর্ম এবং সন্ত্রাসকে এক করে দেখতে চলেছেন? না হল মোদিজীর এইরূপ উক্তির কোন যথার্থতা থাকতে পারে না। এইমত উক্তি ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু কথা ও ঘটনার উল্লেখ না করলে বিষয়টি পরিস্কার হবে না।

বিভিন্ন সংসদ মাধ্যম মারফত জানা যাচ্ছে, ওবামার শরণার্থী প্রীতিকে রিপাবলিকানরা খুব একটা ভাল দৃষ্টিতে দেখছেন না। রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ডট্রাম্প নাকি আমেরিকা থেকে সমস্ত মসজিদে গুঁড়িয়ে দেবার কথা বলেছেন। বৃটেনের হাউস অব রিপ্রেজেন্টটিভ এর জনৈক সদস্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি প্রশ্ন তুলেচেন, বিদেশে অস্ত্র বিক্রী করে প্রতি বৎসর ব্রিটেন একটা ভাল অঙ্কের অর্থ উপার্জন করে। অস্ত্রগুলি কোথায় যাচ্ছে তার হদিস রাখে কি? যদি এইসব অস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের কাছে যায়-তাহলে এইকক্ষকে জবাবদিহির দায়বহন করতে হয়। সারা পৃথিবীও কখনো সেই দায় থেকে আমাদের রেহাই দেবে না। ফ্রাঁসোয়া ওল্যাঁদ ঘোষণা করেচেন আইএসকে শেষ করে দেবেন। ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা করেছেন, এই সন্ত্রাসবাদীদের তিনি ভগবানের নিকট পাঠাবেন-ক্ষমা করবেন কি না ভগবানই জানেন। ইতিপূর্বে চিনা প্রশাসন চিন দেশে রোজা রাখা ও শুক্রবারের জুম্মার নামাজ নির্দিষ্ট করেছিল। জিন জিয়াং প্রদেশে সেনা অভিযান চালিয়ে ২৮ জন উইঘুর জঙ্গিকে নিকেশ করে দিয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন আইএস ঘাঁটি লক্ষ্য করে নিরবিচ্ছিন্ন বোমা বর্ষণ করে চলেছে। চিন সহ অন্য কোনদেশ কখনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহই জানান দিচ্ছে বিশ্ব নেতৃত্ব ধর্ম ও সন্ত্রাসকে এক করেই দেখছেন মোদিজি সেটা শুধুই বুঝতে পেরেছেন-এই যা। ইতিমধ্যে মালির এক হোটেলে আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিয়ে পণবন্দী বানানো হল ১৭০ জনকে। বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হল। পণবন্দীরাও মুক্তা হল। আইএস হুমকি দিয়েছে হোয়াইট হাউস উড়িয়ে দেবে। আমেরিকাও ঘোষণা করেছে খুব শীঘ্রই তারা আইএস কে গুঁড়িয়ে দেবে। হুমকি পাল্টা হুমকি, আক্রমণ প্রতি আক্রমণ, এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে-প্রশ্ন অন্যত্র।

প্রশ্নটির প্রথম পর্যায়েই উঠে আসে আইএস নির্দেশিত কর্ম পদ্ধতির বিষয়। আইএস এক ঘোষণায় বলেছে সিরিয়ায় যুদ্ধ করতে আসার দরকার নেই। মুসলমানরা যে যেখানে আছে, তারা যেন বিধর্মী অর্থ্যাৎ মুশরিক এবং কাফেরদের খুন করে। আইএসের অর্থ সংগ্রহ হিসেবে অনেকেই সন্দেহ করছেন মুসলিম দেশ গুলোকে যার মধ্যে সৌদি আরব এবং আরব আরিরশাহীর নামই প্রথম সারিতে বলে মনে করা হচ্ছে। আইএসের উৎপাদিত জ্বালানী তেল তুরস্ক নামক আধুনিক মুসলিম দেশটিও মৌলবাদী ইসলাম ও সন্ত্রাস সমর্থক প্রমাণিত হয়ে পড়ে।। জি-২০ ভূক্ত দেশের কোন সদস্য যদি বা আইএসকে পরোক্ষ সাহায্য করেও থাকে, পিছিয়ে এসে সেই গ্লানি থেকে সেইসব দেশ নিজেদের মুক্ত করে নেবে। মুসলিম দেশগুলোর মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ-কারণ হলো ইসলামিক দর্শন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে না এবং পারাটা একেবারেই সম্ভবপর নয়।

বিভিন্ন দেশে ইসলামিক স্টেটের নীতি ও হামলা বিধর্মীদের ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ বাড়িয়ে তুলেছে। অমুসলিম দেশের অমুসলিম জনগণ মুসলিমদের প্রতি ক্রমান্বয়ে সহিস হয়ে উঠছে। প্যারিসে এর মত ঘটনা যদি আমাদের দেশে দু'একটা ঘটতে থাকে, মোদিজির ধর্ম এবং সন্ত্রাস এক নয় নীতি কতটা গ্রহণযোগ্য হবে- সেটা বিচার সাপেক্ষ। আশা করা যায় ঐরূপ ঘটনা না ঘটার কোন ভবিষ্যদ্বাণী কেউ দেখাতে পারবেন না। সাম্প্রতিক কালের পাঠানকোটের বায়ু সেনা ঘাঁটিতে হামলা তেমনই ইঙ্গিতবাহী। আর এইরূপ ঘটনা বার বার ঘটতে থাকলে ধর্ম নিরপেক্ষতার মোড়কে ভারত কতদিন থাকবে বা থাকতে চাইলেও থাকতে পারবে কি না সে বিষয়ে এখনই ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয়। তবে না থাকতে পারার সম্ভাবনাটাই বেশী বলে মনে হয়।

আসলে ইসলাম মানব সমাজকে মুসলিম ও অমুসলিম বলে দু'ভাবে ভাগ করে রেখেছে। আইএস সেই ভাগের সূত্রধরে সারা দুনিয়ার অমুসলিমদের উপর প্রভুত্ব করতে চাইছে বিনাশ করণও তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রায় সমস্ত মুসলিমই সেটাই চায়। ভারতবর্ষের অল্প কিছু মুসলিম আইএস বিরোধিতা দেখাচ্ছে, যদিও সেটা আন্তরিক জনগণকে বোকা বানানোর কৌশল সেটা ভবিষ্যৎই বিচার করবে। প্রথমেই এদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। রাজনৈতিক

শেষাংশ ৭ পাতায়

মুসলমানের জন্য শরিয়তী আইন চাই

অমিত মালী

মুসলিমরা খুবই ধর্মপ্রাণ- তারা ধর্মের প্রতিটা নিয়মকানুন নেমে চলতে পারলে খুবই শান্তিবোধ করেন। তারা নিয়ম করে নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, মসজিদ-মাদ্রাসায় টাকা দেন, এনমকি 'হালাল' না করলে মাংস খান না (মরা মাছের বেলায় আলাদা)। কিন্তু এই ভারতবর্ষ দেশটায় ওনারা সংখ্যালঘু সেই ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত দেশটাকে মুসলিম রাষ্ট্র বানানো যায়নি। এখনও এই দেশে হিন্দুর সংখ্যা বেশি। সবথেকে বড়কথা ওরা পবিত্র সংখ্যালঘু। ওরা যাতে ওদের ধর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, মসজিদ অক্ষত রাখতে পারে, ঈদের দিন গরু কুরবানী দিতে পারে এবং যাতে সবরকম সুযোগসুবিধা পায় তা দেখার দায়িত্ব আমাদের হিন্দুদের। অনেকের বিরোধীতা সত্বেও, সাম্প্রদায়িক বিজেপি ক্ষমতায় থাকলেও আমরা বাঙালি হিন্দুরা এখনও মুসলমানের পক্ষে। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। দেশটা মুসলিম রাষ্ট্র নয় বলে কি এখানে মুসলমানরা ভাল থাকবে না? মুসলমানকে কি তার ধর্ম মেনে চলার অধিকার আমাদের মহান সংবিধান দেয় নি? তারা কেন হিন্দুর তৈরি করা আইন মেনে চলবে? এ কখনো হতে পারে না। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা এমন ধারণাই এতদিন পোষণ করে এসেছেন।

আজও দেশে যারা 'সবার জন্য সমান আইন' এর দাবী করছে, তারা কি জানে- আল্লাহ্পাকের মহানতা, আয়াতের কত শক্তি। মুসলমানরা কখনোই একজন কাফেরের তৈরি করা আইন মেনে জীবন কাটাতে পারে না। তারা যাতে এই দেশে থেকে মহান আল্লাহ্পাকের শরিয়তী আইন মেনে জীবন কাটাতে পারে, তা নিশ্চিত করার মহান দ্বায়িত্ব কি আমরাই নিয়েছি?

একবার দেখে নেওয়া যাক মহান আল্লাহ্পাকের আইন অর্থ্যাৎ শরিয়তী আইনে কি কি রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা মহান আল্লাহপাকের আপন দেশ সৌদি আরবের অনুসরণ করতে পারি, যে দেশ 'পবিত্র কুরান'-কে সংবিধান হিসাবে মেনে চলে। শরিয়তী আইনে কয়েকটি শাস্তি হল চাবুক মারা, মুন্ডুছেদন করা, পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা, হাত কেটে নেওয়া, জেল ও বিশাল পরিমাণ টাকা জরিমানা। ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া -এর শাস্তি হল জনসমক্ষে চাবুক মারা। কত ঘা চাবুক মারা হবে তা ঠিক করবে উলেমা কাউন্সিল। এছাড়াও ইসলামের নিয়মনীতি, যেমন-মদ্যপান না করা, মসজিদে প্রার্থনায় না যাওয়া, রোজার উপবাস না রাখা ইত্যাদি মেনে না চললে তার শাস্তি হবে চাবুক মারা। এছাড়া কেউ যদি মিথ্যা অভিযোগ জানায়, তাকেও চাবুক মারা হবে।

মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়-খুন, ধর্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করা, ধর্মবিরোধী কথা বলা। এই মৃত্যুদন্ড জনসমক্ষে মুন্ডুছেদন করেও দেওয়া হতে পারে। ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সৌদি আরবে প্রায় ৩৪৫ জনকে জনসমক্ষে মুন্ডুছেদন করা হয়। যারা জাদু বিদ্যার চর্চা করবে তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে। আবার চুরির অভিযোগ ধরা পড়ে, তবে তার একটি ডান হাত কেটে নেওয়া হবে। তার পরেও যদি চুরি করে তবে তার একটি পা কেটে নেওয়া হবে। সমলিঙ্গের যৌনতার শাস্তি হল চাবুক মারা ও জেল। যদি পুনরায় একই অভিযোগে ধরা পড়ে, তবে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। এছাড়াও বিশেষ আইন প্রচলিত রয়েছে যার নাম-কিসাস। যদি অপরাধীর আঘাতে কোন ব্যক্তির একটি চোখ নষ্ট হয়, তবে অপরাধীরও একটি চোখ উপড়ে নেওয়া হবে।

এছাড়াও শরিয়তী আইন মহিলাদের জন্য বিশেষ উপযোগী। একজন পুরুষ চারজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। কোন মেয়ের বয়স ১০ বছর হলেই সে বিবাহযোগ্য। পুরুষ যখন খুশী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এবং আবার বিবাহ করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে ভরণপোষণ দিতে হবে চারমাস দশদিন। কোন মহিলা যদি যৌন নির্যাতনের (শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ) শিকার হয়, তবে দোষপ্রমাণ করার জন্য ঐ মহিলাকে কমপক্ষে দুই জন পুরুষ সাক্ষী জোগাড় করে আনতে হবে। যদি ঐ মহিলা দুইজন সাক্ষী জোগাড় করে আনতে না পারেন, তবে ঐ মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে মিথ্যা অভিযোগ করার অপরাধে এবং চাবুক মারার আদেশ দেওয়া হবে। কোনওভাবে মহিলারা সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। এছাড়া সমস্ত মহিলাকেই একজন পুরুষ অভিভাবকের অধীনে থাকতে হবে। বাড়ি থেকে বের হলে একজন পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে বেরতে হবে। সবসময় মহিলাদের কালো বোরখা পরে থাকতে হবে এবং মাথায় নিকাব দিতে হবে। শরিয়তী আইনে মুসলমানের ভোটদানের কোন অধিকার নেই। কারণ ভোটদান ইসলাম বিরুদ্ধ। কিছুদিন পূর্বে সৌদিআরবে পৌরসভা ভোট হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই শরিয়তী আইন অনুযায়ী ভারতীয় মুসলমানদেরও ভোট দেওয়ায় কোন অধিকার নেই।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে পরিস্কার বোঝা যাবে যে ভারতীয় মুসলমানরা শরিয়তী শাসনে জীবন কাটাতে কতটা উৎসুক। মুম্বইয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আরিব মজিদ, সাহিন টাঙ্কি ও তার দুই বন্ধু; হায়দ্রাবাদের সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার সলমন মামুদ, পুনের সিরাজউদ্দিন সিদ্দিক, কলকাতার কৈখালির নাজমুল বিশ্বাস-এরা সকলেই শরিয়তী শাসনে জীবন কাটাতে ইচ্ছুক। এছাড়াও তেলেঙ্গানার ১৭ জন যুবক, কেরলের ১৬ জন যুবক বর্তমানে খলিফার রাজ্যে বসবাস করছে- সেখানে শরিয়তী শাসন প্রচলিত। এসবই সম্ভব হয়েছে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের নীরব সমর্থনের ফলে। তাই ভারতীয় মুসলিমদের 'দেশপ্রেম'(?) বজায় রাখতে ও তাদের দেশত্যাগ আটকাতে এবং অবশ্যই এদের খাঁটি মুসলিম বানাতে, শুধুমাত্র এদের জন্য ভারতবর্ষে শরিয়তী আইন চালু করা হোক। মুসলমানদের 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' যদি থাকতে পারে, তবে এটাও সম্ভব। তাই আসুন, সবাই মিলে দাবী করে, মুসলমানের জন্য শরিয়তী আইন চাই। সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য এইটুকু তো আমরা করতেই পারি!

VOICE OF THE NATION IN KOLKATA

INDIAN VOICE

Books of Nationalist Writers

now available at this book store

70A, Sisir Bhaduri Sarani, Kolkata - 700006.
(Beside Hedua Park)

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

স্বামী সন্তানের সামনেই ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ

স্বামী ও সন্তানের সামনেই ধর্ষণের শিকার হলেন এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ। হবিগঞ্জের বানিয়াচংয়ে এই বর্বরতা চালিয়েছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার এক ছোট ভাই। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গৃহবধূকে ভর্তি করা হয়েছে সদর আধুনিক হাসপাতালে।

এ ঘটনায় দুইজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে বুধবার রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, বানিয়াচং উপজেলার উত্তর সাঙ্গর গ্রামের সংখ্যালঘু ওই গৃহবধূকে বেশ কিছু দিন ধরে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল একই গ্রামের মনু মিয়া। কিন্তু লোক-লজ্জার ভয়ে তিনি বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলেননি। গত ১৪ জানুয়ারি স্বামী ও সন্তান মেলায় গেলে বাড়িতে একাকিত্বের সুযোগ স্থানীয় লম্পট মনু ঘরে ঠুকে তাকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি তার স্বামীকে জানালে নির্যাতিতার স্বামী স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে বিচার প্রার্থনা করেন।

এরপর ১৬ জানুয়ারি স্থানীয় সালিশে ধর্ষণকারী মনু নিজের অপরাধ স্বীকার করায় তাকে গ্রাম পুলিশের সহায়তায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। পরদিন সংসদ সদস্য ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরপর ১৭ ই জানুয়ারি মনুর ভাই উস্তাব মিয়া জোরপূর্বক তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। ওইদিনই মধ্যরাতে মনুসহ ২/৩ জন আবারও ওই গৃহবধূর বাড়িতে সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করে। তারা প্রথমে গৃহবধূর স্বামীকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে। পরে স্বামী ও সন্তানের সামনেই মনু ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগে বলা হয়। তখন গৃহবধূ চিৎকার করলে তারা পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নির্মলেন্দু চক্রবর্তী এইবেলা ডটকমকে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা সত্য। ঘটনাটা ঘটেছে কয়েকদিন আগে। ধর্ষিতাকে মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ভিকটিম ও স্থানীয় লোকজন থানায় না এসে সালিশ-বিচার করে। আর স্থানীয় বিচারের দুর্বলতার সুযোগেই আসামী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি বলেন, পুলিশ ঘটনাটি মঙ্গলবার জানতে পেরেছে। এরপরই ভিকটিম পরিবারকে থানায় এনে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। মামলায় গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত আছে।

এলাকাবাসী জানান, মনু স্থানীয় মন্দরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি ইদ্রিস মিয়ার ছোট ভাই।

এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ত্রিলোক কানিচ চৌধুরী বিজন। তিনি অবিলম্বে আসামীদের গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হামলা চালাল দুষ্কৃতিরা

বাংলাদেশের কুড়ি গ্রাম জেলার নাগেশ্বরী। সুনীল কুমার তার মায়ের শ্রাদ্ধের কাজ করছিলেন। সেই সময়ে স্থানীয় গুন্ডা ইব্রাহিম তার দলবদ্ধ নিয়ে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে হামলা চালায়। ইব্রাহিম তার দলবদ্ধ নিয়ে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে হামলা চালায়। ইব্রাহিম বাংলাদেশের আওয়ামি লীগের স্থানীয় নেতা। অতর্কিতে কয়েক'শ ছেলে নিয়ে দুপুর বেলা শ্রাদ্ধ চলাকালীন সুনীল বাবুর বাড়িতে আক্রমণ চালায়। তারা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পন্ড করে দেয় এবং সুনীল বাবুকে মারধোর করে। বাড়ির মেয়েরা বাধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধোর করে দুষ্কৃতিরা। শেষ পর্যন্ত এলাকাবাসী সংঘবদ্ধভাবে ইব্রাহিম বাহিনীকে ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যায়। থানায় খবর দিলে নাগেশ্বরী থানার ওসি ঘটনাস্থলে আসেন। কিন্তু তিনি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়নি, সর্বশেষ খবরে জানা যায়।

কিন্তু এই হামলার কারণ কী? সুনীলবাবু জানিয়েছেন তার কয়েক বিঘা জমি আছে। এই জমি দখল করাই ইব্রাহিমের লক্ষ্য। এরআগেও জমি নিয়ে তাকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইব্রাহিমের কোন তাপের কাছে নতি স্বীকার করেন নি বলেই মায়ের শ্রাদ্ধের দিন ইব্রাহিম দলবল নিয়ে হামলা চালালো বলে তিনি দাবি করেন। জনৈক এক ব্যক্তি জানান, এইভাবে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের হিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। পুলিশে জানিয়েও বেশিভাগ সময়ে লাভ হয় না। ইব্রাহিমরা অন্যায় করেও তাই বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বাংলাদেশে হিন্দুরা হারিয়ে যাচ্ছে, নাকি অন্য কিছুতেও

বাংলাদেশের হিন্দুরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে এবং এর প্রতিকার করার মতো হিন্দুদের পক্ষে তেমন কোন কার্যকরী সংগঠন নেই, তৈরীও হয়নি যা সবাইকে নিয়ে এক সাথে চলতে পারে, যেখানে হিন্দুরা প্রতিবাদ জানাতে পারে এবং প্রতিকারের আশা করতে পারে।

হিন্দুদের হারিয়ে যাওয়ার মূল কারণ হচ্ছে, তাদের নেতৃত্বের অভাব ও রাষ্ট্রের উদাসীনতা। এর জন্য বাংলাদেশের সমস্ত জেলাতেই এর অবস্থা সঙ্গীন এবং বাংলাদেশের হিন্দু লোকসংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংসে। হিন্দুদের হারিয়ে যাওয়ার চিত্রটি পরিষ্কার এবং আমরা যদি ১৯৫১ থেকে দেখি তাহলে দেখা যায় যে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ২২ লাখ এবং হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৯১ লাখ ৩৯০০০। অথচ গত ৬০ বছরের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি এবং মুসলিমদের সংখ্যা ১২ কোটি ৬২ লাখ।

হিন্দুদের সাথে সাথে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ও বৌদ্ধদের সংখ্যাও কমছে। বান্দরবন, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি থেকে বিশাল সংখ্যায় বৌদ্ধ অনুসারীরা এখন বাস্তুহারা। কিছু কিছু প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এর জন্য দায়ী হলো জোর করে ধর্মান্তরিত এবং জমি দখল, মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি থেকে একটি বিশাল গোষ্ঠী বাংলাদেশ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এই ক্রমবর্ধমান হিন্দুদের উপর অত্যাচার, হিন্দুদের সম্পদ লুণ্ঠন, বাড়ি ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া, দেবতার কারণ গুলো ঘোলাটে এবং ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। সব নির্বাচনের আগে ও পরে বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই বিশেষ করে বরিশাল, সিরাগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী,পটুয়াখালী, নাটোর, ভোলা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, ফেনী এবং পাবনায় যে নারকীয় হত্যা, নারী নির্যাতন ও অমানবিক অত্যাচার হয়েছে তা বিবেকবান প্রতিটি মানুষকে নাড়া দেয়।

ভাবতে অবাক লাগে ২৮শে ফেব্রুয়ারীতে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিচার হয় ঢাকায়। এর পরের দিনে ১১০ টি মন্দির, ১৮০ টি পরিবারকে করা হয় ভিটে-মাটি ছাড়া। ১৬ই নভেম্বর বরিশালের নমঃপাড়ায় চালানো হয় ধ্বংস যঞ্জ। যেকোন ধরণের নির্বাচন বাংলাদেশে হোক না কেন- নির্বাচনের আগে ও পরে তার করুণ অবস্থার শিকার হয় অসহায় হিন্দুরা। যশোরের অভয়নগরের সুচিতা, নিতু, অনিতারা সম্ভ্রম বাঁচাতে চিরদিনের জন্য হয়ে যায় দেশ ছাড়া। দিনাজপুরের আলতা রায়, জয়িতা রায়দের স্বপ্ন চিরদিনের জন্য মলিন হয়ে যায়।

অধুনা নতুন এক কৌশল শুরু হয়েছে হিন্দু সংহারে; তা হল ফেসবুকের ট্যাস্টস। যে কেউ আর মধ্যে কোন এক বাজে কথা লিখে দিয়ে মারা হয় হিন্দুদের। কোন হিন্দু যদি কোন কিছু লেখে তার পরিণামে পুরো গ্রামটিকেই জ্বালিয়ে দিয়ে তার খেসারত দিতে হয়-এ এক অদ্ভুত বিভীষিকা।

ঢাকা ট্রিবিউন অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত ২০১৩ সালে হিন্দু মেয়েদের সংখ্যাতিক ভাবে অত্যাচার করা হয় এবং বাচ্চা মেয়েদের ধর্মান্তকরনের নামে- কোট, অফিস আদালত সবার সুবিধা নিয়ে মেয়েদের অত্যাচার করা হয়-গত ২৫ বছরে ৫৩ লাখ হিন্দু লাপাত্তা।

বাংলাদেশ আজ ক্রমান্বয়ে মৌলবাদীদের আখড়ায় পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংসদ সদস্য ৩৫০ জনের মধ্যে ১৫ জন মাত্র হিন্দু প্রতিনিধি। অপর দল বিএনপির মধ্যে শূন্যের কোঠায় বললেই চলে।

কালী মন্দিরের জবরদখল জমি উদ্ধার

কেন্দ্রীয় ও জেলা আওয়ামীলীগসহ স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ১০ বছর পর কালীমন্দিরের জমি উদ্ধার করা সম্ভব হল। বাংলাদেশের উপজেলা ভবানীপুর মহেশপুর গোপপাড়া সার্বজনীন কালীমন্দিরের ৫ শতাংশ জমি জবরদখল করে নিয়েছিল মুসলিমরা। অবশেষে প্রশাসনের সহায়তায় তা উদ্ধার করা সম্ভব হল।

মন্দিরের সভাপতি দীপক কান্তি গোপ জানায়, দীর্ঘ ১০ বছর ধরে জমি নিয়ে এলাকার সমস্ত হিন্দু পরিবারের সাথে বিরোধ চলছিল। গত ২১ শে ডিসেম্বর স্থানীয় মুসলমানরা রাতের আঁধারে মন্দিরের শীতলা মূর্তি ভাঙচুর করে মন্দিরে অগ্নি সংযোগ করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দখলিকৃত জমি মুসলমানরা ছাড়তে রাজি ছিল না। কারণ কালীমন্দিরের ৫ শতাংশ জমি জবরদখল করে তারা পুকুর কেটে ফেলে।

অবশেষে ১০ বছর পর কালী মন্দিরের জবরদখলকৃত ৫ শতাংশ জমি ফিরে পান স্থানীয় হিন্দু পরিবারগুলো। স্থানীয় প্রশাসনকে তারা জমি উদ্ধারের জন্য ধন্যবাদ জানায়। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সহায়তায় ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পুকুরের মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, আর কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

৬ পাতার শেষাংশ

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায় ?

কারণ বাদ দিয়ে একটু ধর্মীয় কারণ বিচার করা প্রয়োজন। মহানবী বলেছেন যখন সিরিয়াতে খিলাফত কায়েম হবে, তখন কিয়ামত আসন্ন জানবে। বর্তমানে সিরিয়াতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয়েছে-পূর্বে কখনো সিরিয়াতে খিলাফত সৃষ্টি হয়নি, অন্য জায়গায় সৃষ্টি হয়ে সিরিয়ায় খলিফার রাজধানী বহু বছর ছিল। মহানবী আরও বলেছেন ইসলামের আয়ুস্কাল ১৪০০ হিজরী পর্যন্ত। আরও বলেছেন সাপ যেমন বিচরণ করে গর্তে আশ্রয় নেয়, ইসলামও তেমনি মক্কা ও মদীনা, এই দুই মসজিদের মধ্যে আশ্রয় নেবে। নবীজি খুব সম্ভবতঃ ইসলাম সম্পর্কে সাবধানতার জন্য এইরূপ কথা বলেছিলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী তথা আইএস রসুলুল্লাহ্‌র সাবধানীকে বাদ রেখে ইসলামকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। কথায় কথায় বিশ্ব শাসন তথা বিধর্মী নিধনের বহর বাড়িয়ে আইএস, আল কায়েদা, তালিবান, আল নুসরা, বোকো হারাম কী প্রমাণ করতে চাইছে। প্রতিটি অমুসলিম দেশ যদি মুসলিম নীতির অনুকরণে মুসলমান নিধন শুরু করে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে দেখা হয়েছে কি? মনে রাখা প্রয়োজন সারা পৃথিবীতে মুসলমান মাত্রই ২২ শতাংশ যেথায় অমুসলমান ৭৮ শতাংশ। মুসলিম সন্ত্রাসবাদীরা যতই না মানুক, মুসলিম বিশ্ব আধুনিকপ্রযুক্তি ও খাদ্যহীনতার শিকার। মুক্তি পাওয়ারও কোন সম্ভবনা নেই। ধর্ম থেকেও পেটের জ্বালা মানুষকে বেশি পীড়িত করে। উন্নত বিশ্ব মধ্যপ্রাচ্যে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ ক্র দিলে ইসলাম বজায় রাখা মুশকিল হতে পারে। পরিবর্তে আরবগণ তেল সরবরাহ বন্ধ করলে বাকি পৃথিবীর সামান্য অসুবিধা হলেও খুব বেশি প্রতিবন্ধকতা হবে না। মুসলিম দেশ ছাড়া বহু দেশেই ভালরকম তেলের উৎপাদন হয়। মুসলিমরা যদি এখনই মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটায়, তাহলে হয়ত নবীজি কথিত কিয়ামত মুসলিমদের শিয়রে উপস্থিত হয়ে পড়েছে।কিয়ামত একবার গটে গেলে ইসলামের অস্তিত্ব থাকবে বলে মনে হয় না।

১৯১৪ এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দুটো বিস্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল, তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবতে পারেনি যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। বুঝতে পেরেছিল বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। পূর্বেকার দুটো বিশ্বযুদ্ধই ছিল সেনা বাহিনীর মধ্যে সীমিত। এবারের মহাযুদ্ধ সেনাবাহিনী ছাড়াও মুসলিম-অমুসলিমদের মধ্যেও ঘটে যাওয়ার সম্ভবনা। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মাধ্যমে আমরা যুদ্ধে প্রবেশ করিনি, একথা বলা যায় না। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অমুসলিমদের হত্যা, পণবন্দীকরণ প্রভৃতিও সেই তৃণমূল স্তরের যুদ্ধের সময়ও অঙ্গ নয়-একথা বলা যায়না। প্যারিস হামলার মাধ্যমে আমরা হয়ত আর একটু যুদ্ধ গভীরেই প্রবেশ করলাম-এই যা। যুদ্ধের সময়ও খুব বেশি দূরে আছে বলে মনে হয় না। নস্ত্রাদামুসের কথামত পৃথিবীতে দুই তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু ঘটবে। এই বিপদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারে একমাত্র মুসলিমরা সহিষ্ণুতা গ্রহণ করে- যদিও সেটা একেবারেই সম্ভব নয়। আর তাই এখন থেকেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি সেরে রাখাই উত্তম বোধ করি।

ভারতের ১২ রাজ্যে আইএস-এর নেটওয়ার্ক ছড়িয়ে পড়েছে-এ টি এস

ভারতের ১২ টি রাজ্যে জাল বিস্তার করে ফেলেছে ইসলামিক স্টেট-এর জঙ্গী সংগঠন। মুম্বই অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (এ টি এস)-এর রিপোর্ট এই রকমই বলছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভারতের মুসলিম যুবকদের আকৃষ্ট করছে আই এস। সম্প্রতি ৯৪ টি ওয়েবসাইটকে ইসলামিক স্টেটের প্রচারের অভিযোগে ব্লক করেছে এ টি এস। ওয়েবসাইটগুলো থেকে জানা গেছে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভারতকে আইএস-এর দখলে নিয়ে আসার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, যুবকদের আই এস এ যোগ দেওয়ার প্রবণতা নিরিখে আমাদের এই বাংলার হাওড়া জেলা চতুর্থ স্থানে রয়েছে। আমাদের প্রশাসনকে এবিষয়ে এখনই সতর্ক হওয়া উচিত বলে এটিএস-এর শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন।

দলিত হিন্দু যুবককে পুড়িয়ে মারল মুসলিমরা

শাওন ধর্মরাঠোর (১৭) নামক এক দলিত যুবককে চোর সন্দেহে মারধোর করে পুড়িয়ে মারল তিনজন মুসলিম যুবক। গত ১৩ই জানুয়ারী তারা শাওনকে মারধোর করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিভৎসভাবে পুড়ে যাওয়া শাওনকে পুনে সিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুনে পুলিশ ইব্রাহিম মেহবুব শেখ (৩৫) ইমরাণ তালবুলি (২৮) ও তার ভাই জুবের তায়বুলিকে গ্রেফতার করে। ইব্রাহিমের বাড়ি কসবাপথ অঞ্চলে এবং ইমরাণ ও জুবেরের বাড়ি ফতিমানগর অঞ্চলে।

সোলাপুরের বাসিন্দা শাওন ধর্মরাঠোর মাত্র ১৫ দিন আগে তার বাবার সঙ্গে পুণেতে আসে। তার বাবা সেখানে একটি ইটভাটার শ্রমিক। শাওন পুণে এসে রাস্তায় কাগজ কুড়ানির কাজ করতো আর অলকা টকিজের কাছে ফুটপাতে রাতে ঘুমাতো।

গত ১৩ই জানুয়ারী চোর সন্দেহে মুসলিমরা শাওনকে অপহরণ করে কসবা পথ অঞ্চলে এক কালী মন্দিরের পাশে নির্জন গলিতে নিয়ে যায়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে রাঠোর জানিয়েছে, তাকে কলার ধরে একটি নির্জন গলিতে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে তিনজন মিলে প্রচন্ড মারধোর করে। তারপর তার গায়ে পেট্রোল ঢেলে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে তার শরীরের প্রায় ৭৫ শতাংশ পুড়ে যায়। তাকে স্যাসুন হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সাতদিন পর তার মৃত্যু হয়।

কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাহুল গান্ধী, আপ প্রেসিডেন্ট ও দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং দেশের অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ হায়দ্রাবাদে দলিত যুবক রোহিত ভেমুলার মৃত্যুতে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। ইলেকট্রনিকম্ মিডিয়া, সংবাদ মাধ্যম আশ্চর্য রকমভাবে চুপ। এমনকি লেখক বা বুদ্ধিজীবীদের কাউকে কোন পুরস্কার ফেরত দিতে শোনা যায়নি।

দলিত কিশোরীকে ধর্ষণ করে খুন ঃ মুখে কুলুপ এঁটেছে সুশীল সমাজ

উত্তরপ্রদেশের বরেলীর আনন্দপুরা গ্রামে তেরো চোদ্দ বছরের একটি দলিত সম্প্রদায়ের হিন্দু মেয়েকে কয়েকজন মুসলিম যুবক ধর্ষণ করার পর খুন করে। শুধু ধর্ষণ করে খুন করাই নয়, মেয়েটির যৌনাঙ্গে আখ ঢুকিয়ে চরম নির্মমতার পরিচয় দেয় ধর্ষণকারীরা।

রোহিত ভেমুলার মতো এই দলিত কিশোরীর মর্মান্তিক মৃত্যু স্যোসাল মিডিয়া বা দৈনিক সংবাদপত্রগুলোকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি। এর কারণটাও সম্ভবত অপরাধীরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলে। রাজনৈতিক নেতারা এবং তথাকপিত সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ এঁটে, না জানার ভান করে বিষয়টি এড়িয়ে গেছে। রোহিত ভেমুলার ঘটনায় যাদের খুব তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, তারাই আজ দলিত প্রেম ভুলে অপরাধীদের বাঁচাতে এবং অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এড়িয়ে যেতে তৎপর হয়েছেন।

স্কুল কলেজে সরস্বতী পূজা বন্ধের আবেদন

ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য চক্রান্ত

সরকারী এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী পূজা সহ সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ করার আবেদন জানালো ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি নামের একটি সংগঠন। গত ২ রা ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া জেলার ডি আই প্রাইমারী স্কুল এবং ডি আই সেকেন্ডারী স্কুলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে জনৈক মধুসূদন মাহাতো এই আবেদন জানান। যেহেতু ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, তাই সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী পূজা করা অসাংবিধানিক এই রকমই দাবী এই সংগঠনের। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র সোস্যাল মিডিয়ায় এই দাবীর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং মিশনারী স্কুলগুলোতে ঢাকঢোল পিটিয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়ায় পরম্পরার বিরুদ্ধে টু-শব্দটি না করে সরস্বতী পূজা বন্ধের আবেদন কী যুক্তিতে! এই উদ্যোগের পিছনে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার এই ঘৃণ্য চক্রান্ত আছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিএসএফের গুলিতে নিহত অনুপ্রবেশকারী

গত ২৪ শে জানুয়ারী বাংলাদেশ থেকে ঢোকা এক অনুপ্রবেশকারী বিএসএফের গুলিতে নিহত হন জয়নাল আলি (৪২) নামে এক বাংলাদেশী। মালদার বামনগোলা থানার খুটাদহ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বিএসএফ মৃতদেহ উদ্ধার করে বামনগোলা থানার হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার পর সকাল থেকে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত বারোটা একটা নাগাদ চার পাঁচ জনের একটি দল বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকে। সম্ভবত তারা গরু পাচারকারী। এই সময় ৩১ নং ব্যাটেলিয়ানের খুটদহ এলাকার টহলরত বিএসএফ জওয়ানদের চোখে তারা পড়ে যায়। বিএসএফ জওয়ানেরা তাদের তাড়া করলে চারজন পালিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে ঢুকে পড়ে। জয়নাল ভারতের দিকে ঢুকে পড়লে জওয়ানরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র, মোবাইল ও বাংলাদেশি সিমকার্ড পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় পুলিশের গোয়েন্দা শাখা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঐ ব্যক্তি শুধুই গরু পাচারকারী, না তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল তার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কামদুনি ধর্ষণ কাণ্ডে দোষীদের উপযুক্ত সাজা দিল আদালত

তিন জনের ফাঁসি ও আমৃত্যু কারাদন্ড

দুবছর ধরে বিচার প্রক্রিয়া চলার পর অবশেষে গত ৩০ শে জানুয়ারী কামদুনি ধর্ষণ ও খুনকান্ডে দোষীদের সাজা শোনালো আদালত। মূল অভিযুক্ত ছয়জনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যুদন্ড ও তিন জনের আমৃত্যু কারাবাস -এর সাজা হয়। সমস্ত ঘটনটার চক্রী আনসার আলি, আমিন আলি ও মইফুল আলি মোল্লা-র ফাঁসির আদেশ দেন বিচারক। সেইসঙ্গে ধর্ষণ ও খুনের ষড়যন্ত্রে যুক্ত আমিনুল ইসলাম, ভোলানাথ নস্কর ও শেখ ইমানুল ইসলামের আমৃত্যু কারাবাসের শাস্তি বহাল হয়। ৩১ শে জানুয়ারী শনিবার কলকাতা নগর দয়রা আদালতের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দয়রা বিচারক সঞ্চিতা সরকার এই রায় দেন। কামদুনির সাধারণ মানুষ সহ সমস্ত প্রতিবাদী দোষীদের এই শাস্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেছে। যদিও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে দুইজন দোষী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

কি ঘটেছিল দুবছর আগে? পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিলেন কলেজ ছাত্রী শিপ্রা ঘোষ। দুপুরবেলা পথ ছিল নির্জন। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ায় রাস্তায় লোক ছিলনা বললেই চলে। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিল আলসারের দল। নির্মিয়মান একটি কারখানার একটি ঘরের মধ্যে শিপ্রাকে তারা টেনে নিয়ে যায়। কারখানার চারপাশে আট ফুটের পাঁচিল থাকায় কেউ কিছু বুঝতে পারেনি। অপরাধীরা সেখানে মেয়েটিকে খুব বাজে ভাবে ধর্ষণ করে। শুধু ধর্ষণ করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, মেয়েটি তাদের চিনতে পারায় অত্যন্ত নৃশংসভাবে তার পা-দুটো চিরে তাকে হত্যা করে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবীতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান হয়।

শিপ্রা ঘোষের গণধর্ষণ ও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম গণ আন্দোলন ও বারাসাতের চাঁপাডালির মোড়ে প্রতিবাদ সভাটি করে হিন্দু সংহতি। কামদুনি থেকে দলে দলে মানুষ এসে এই প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়েছিল। হিন্দু সংহতির প্রতিবাদ মঞ্চে এসেছিল নির্যাতিতার বাবা ও ভাই। সেই মঞ্চ থেকেই ধর্ষক ও নৃশংস ভাবে শিপ্রার হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবী তোলা হয়। হিন্দু সংহতির প্রতিবাদ সভাকে সমর্থণ জানাতে বারাসাত বার কাউন্সিলের এ্যাডভোকেটেরা মিছিল করে চাঁপাডালির মোড়ে

আসেন। হিন্দু সংহতি ও এ্যাডভোকেটদের পক্ষ থেকে অপরাধীদের চরম শাস্তি দাবী করা হয়। জেলা শাসকের কাছে এই নিয়ে একটি স্মারক লিপিও জমা দেওয়া হয় হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে।

অবশেষে অভিযুক্তদের তিনজনের মৃত্যুদন্ড ও তিনজনের আজীবন কারাগার বাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দোষীদের এই চরম শাস্তিতে সর্বত্র খুশীর হাওয়া বয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী যেন দোষীদের এমনই একটি চরম সাজার অপেক্ষায় ছিল। দরিদ্র পরিবারটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিচার ব্যবস্থার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা ছিল। শেষ পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাওয়াতে তারা খুশী।

সন্দেশখালিতে প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণ, গ্রেফতার মজলু সেখ

উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালির বাহান্ন পাড়ায় মমতা মিস্ত্রি (১৮) নামে একটি প্রতিবন্ধী মেয়েকে ধর্ষণ করে মজলু সেখ। আঠারো বছরের ঐ যুবতী দুপুরে বাড়িতে একা ছিল। ওই যুবতীর মা ও বৌদি তখন মাঠে কাজ করছিলেন। সেই সুযোগে যুবতীর বাড়ি ঢোকে মজলু সেখ। বাড়িতে একা পেয়ে মজলু সেখ তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই মুহূর্তে বাড়িতে ফিরে মজলুকে ওই অবস্থায় দেখে যুবতীর বৌদি চিৎকার শুরু করে।

খবরটা জানাজানি হতেই অভিযুক্তের পক্ষ নিয়ে জেলিয়াখালি পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য সাইফুদ্দিন মোল্লা মিটমাট করে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে মধ্যস্থতায় বসানো হয় সালিশি সভা। মেয়েটির পরিবারের মুখ বন্ধ করার জন্য ২০ হাজার টাকার প্রলোভন দেখানো হয়। ঘটনা ধামাচাপা দিতে নির্যাতিতাকে অপহরণ পর্যন্ত করা হয়। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্ত মজলু গাজিকে গ্রেফতার করেছে সন্দেশখালির থানার পুলিশ।

বুধবার মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। নির্যাতিতার দাদা অজয় মিস্ত্রি বলেন, ''আমাদের মুখ বন্ধ করতে তৃণমূল নেতা লোকদের দিয়ে আমাদের হুমকি দিত। এমনকি সালিশি সভায় রিভলভার দেখিয়েও ভয় দেখানো হয় আমার বোনকে।'' ঘটনার বিষয়ে তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন মোল্লা বলেন, ''আমি মেয়েটিকে এখনও পর্যন্ত দেখিনি। আমার বাড়িতে এসেছিল মীমাংসার জন্য। আমরা বিষয়টা মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম।'' এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.net>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686